POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ
وَاحْذَرُوْا ۚ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا عَلٰى
رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ

সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং এই রসুলের আনুগত্য কর এবং সাবধান থাক। অতঃপর, যদি তোমরা ফিরিয়া যাও, তাহা হইলে জানিয়া রাখ, আমাদের রসুলের উপর দায়িত্ব শুধু মাত্র স্পষ্টভাবে (পয়গাম) পোঁছাইয়া দেওয়া। (আল মায়েদা: ৯৩)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 7

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 23

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 9রা জুন, 2022 8 জুল কাআদা 1443 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

যাচনা করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ

১৪৮০) হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন:

তোমাদের মধ্য থেকে যদি কোন ব্যক্তি রজ্জু নিয়ে সকালে জঙ্গালের দিকে রওনা হয়ে যায় এবং জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করে সেগুলি বিক্রি করে নিজের অন্ন সংস্থান করে এবং সদকাও করে। তার জন্য লোকের কাছে চাওয়ার থেকে এই কাজটি উত্তম।

সদকা কৃত বস্তু ফিরিয়ে নেওয়ার নিষেধাজ্ঞা

১৪৮৯) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) আল্লাহর পথে একটি ঘোড়া সদকা হিসেবে দেন। অতঃপর তিনি সেটিকে বিক্রি হতে দেখে নিজেই কিনে নিতে চান। তিনি (রা.) নবী করীম (সা.)-এর কাছে এসে এর অনুমতি প্রার্থনা করেন। আঁ হযরত (সা.) বললেন, নিজের সদকা কৃত বস্তু ফিরিয়ে নিও না।

(সহী বুখারী, ৩য় খণ্ড, কিতাবু যাকাত, কাদিয়ান থেকে মুদ্রিত)

মানুষের দুর্বলতা সম্পর্কে আর কি-ই বা বলা যায়! খোদার কৃপা ও সমর্থন ছাড়া সে এক পা-ও চলতে পারে না। মানুষ যেহেতু এতসব রোগব্যধির লক্ষ্য এবং সমষ্টি, তাই শান্তি ও নিরাপত্তার একমাত্র পথ হল খোদা তা'লার সঙ্গে নির্বিবাদ সম্পর্ক রাখা এবং তাঁর সত্যিকার এবং নিষ্ঠাবান বান্দা হওয়া।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী

খোদাতে বিলীন ব্যক্তির মর্যাদা

খোদা তা'লার কৃপা ও সমর্থন ছাড়া মানুষ কিছুই করতে পারে না। মানুষ যখন আল্লাহ্ তা'লার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং খোদাতে বিলীন হয়ে যায়, তখন তার দ্বারা সেই সব কাজ সম্পাদিত হয় যেগুলিকে ঐশী ক্রিয়াকলাপ বলা হয়। এমন ব্যক্তির উপর অতি উচ্চ মানের জ্যোতি প্রকাশিত হতে থাকে। মানুষের দুর্বলতা সম্পর্কে আর কি-ই বা বলা যায়, খোদার কৃপা ও সমর্থন ছাড়া সে এক পা-ও চলতে পারে না। বস্তুতপক্ষে, আমার বিশ্বাস, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যদি সাহায্য না পাওয়া যায়, তবে মানুষ প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার পর মানুষ পরনের কাপড়টাও ঠিক করতে সক্ষম নয়। চিকিৎসগণ একটি ব্যধির কথা উল্লেখ করেছেন যাতে একটি হাঁচিই মানুষের প্রাণ কেড়ে নেয়। নিশ্চিত জেনে রেখো! মানুষ সমুদয় দুর্বলতার সমষ্টি আর এই কারণেই খোদা তা'লা বলেছেন- خُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا অর্থাৎ মানুষকে দুর্বল সৃষ্টি করা হয়েছে। (আননিসা: ২৯)। মানুষের নিজের বলতে কিছুই নেই। আপাদ মস্তক তার ততগুলি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নেই, যতগুলি রোগব্যধি দ্বারা সে আক্রান্ত হয়। মানুষ যেহেতু এতসব রোগব্যধির লক্ষ্য এবং সমষ্টি, তাই শান্তি ও নিরাপত্তার একমাত্র পথ হল খোদা তা'লার সঙ্গে নির্বিবাদ সম্পর্ক রাখা এবং তাঁর সত্যিকার এবং নিষ্ঠাবান বান্দা হওয়া। এবং এর জন্য সততা অবলম্বন করা আবশ্যক। ভৌতিক তন্ত্রও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। যারা সততার পন্থা ত্যাগ করে অসাধুতার পথ বেছে নেয়, এবং মনে করে মিথ্যার আশ্রয় তাদেরকে পাপের পরিণতি থেকে রক্ষা করবে,তারা চরম ভ্রান্তিতে নিপতিত।

মিথ্যার আশ্রয় নিলে মানুষের হৃদয় অন্ধকারময় হয়ে ওঠে।

ক্ষণস্থায়ীভাবে মানুষ কিছুটা লাভ দেখতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর ফলে মানুষের হৃদয় অন্ধকারময় হয়ে যায়, যদি সে মিথ্যার পথ বেছে নেয়, এবং ভিতর ভিতর তাতে ঘুণ খেয়ে নেয়। তখন একটি মিথ্যার কারণে তাকে বহু মিথ্যা উদ্ভাবন করতে হয়। কেননা সেই মিথ্যাটির উপর সত্যের প্রলেপ দিতে হয়। এভাবেই ভিতর ভিতর তার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহ ক্রমশ ক্ষীণ হতে শুরু করে। তখন সে এতটাই ধৃষ্ট ও উদ্ধত হয়ে ওঠে যে খোদা তা'লার নামেও মিথ্যা রচনা করতে শুরু করে এবং খোদার প্রত্যাদিষ্ট পুরুষদেরকেও প্রত্যাখ্যান করে। এইরূপে সে খোদার দৃষ্টিতে সব চায়তে বড় অত্যাচারী বিবেচিত হয়। যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন-

مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ (আল আনআম, আয়াত: ২১) অর্থাৎ সেই ব্যক্তির থেকে বড় অত্যাচারী কে হতে পারে, যে আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা রচনা করে কিম্বা তাঁর আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে? নিশ্চয় জেনে রেখো! মিথ্যা ভয়ানক মন্দ বিষয়, যা মানুষকে ধ্বংস করে দেয়। মিথ্যার কারণে মানুষ খোদা তা'লার প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ ও তাঁর আয়াতসমূহকে প্রত্যাখ্যান করে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য হয়। মিথ্যার পরিণতি এর থেকে ভয়ানক আর কি হতে পারে? অতএব, সত্যের পথ অবলম্বন কর।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৩৩)

মানুষের জীবন যদি ইহজগতেই শেষ হয়ে যেত, তবে এর অর্থ এই দাঁড়াত যে আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে কেবল এই জন্য সৃষ্টি করেছেন মানুষ যেন সে এই পৃথিবীতে কিছুকাল ভোগবিলাস করার পর মৃত্যুবরণ করে। এমন চিন্তাধারা একেবারেই অযৌক্তিক।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা হিজর- এর ৮৬ আয়াত

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ ؕ وَاِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ এর

ব্যাখ্যায় বলেন-অর্থাৎ যমীন ও আসমানের সৃষ্টির বিষয়ে ভেবে দেখ! দেখে কি মনে হয় যে এগুলি কোন উদ্দেশ্য ছাড়াই সৃষ্টি করা হয়েছে। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি দৃষ্টি দিলে প্রত্যেক বিবেকবান ব্যক্তিই অনুধাবন করতে পারে যে, এমন সুবিশাল ব্যবস্থাপনা কোন উদ্দেশ্যে তৈরী হয়েছে এবং সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে যে, 'সাআত' অর্থাৎ প্রতীক্ষিত সময় অবশ্যই আসবে। 'সাআত' শব্দটি কিয়ামত দিবসের জন্যও ব্যবহৃত হয়।এবং সেই প্রতিশ্রুত মুহূর্তের জন্য ব্যবহৃত হয় যা নবীগণের শত্রুদের বিনাশ এবং তাঁদের মান্যকারীদের উন্নতির জন্য নির্ধারিত থাকে। আয়াতের প্রথমাংশ উভয় 'সাআত' -এর জন্য দলিল হিসেবে

এরপর ৯ পাতায়...

জুমআর খুতবা, ৬ মে, ২০২২
ভার্চুয়াল সাক্ষাতানুষ্ঠান।
প্রশ্নোত্তর পর্ব
হুযুরের সফর বৃত্তান্ত

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

বি:দ্র:- সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বিভিন্ন সময়ে নিজের চিঠিতে এবং এম.টি.এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে নির্দেশনা প্রদান করেছেন, সেগুলি থেকে পাঠকদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

প্রশ্ন: আমরা যখন ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে 'হৃদয়' শব্দটি ব্যবহার করি, তখন কি সেটি সেই অঙ্গকেই বোঝানো হয় যা মানবদেহে রক্ত সংবহনের কাজ করে? না কি এর দ্বারা আত্মা এবং মস্তিষ্ককে বোঝানো হয়?

(প্রশ্নটির উত্তরের শেষাংশ)

কুরআন করীম আধ্যাত্মিক জীবনের বর্ণনায় পরিপূর্ণ রয়েছে। এবং বিভিন্ন স্থানে একজন পূর্ণ মোমেনের নাম রাখা হয়েছে 'আহইয়া' অর্থাৎ জীবিত এবং কাফেরদের নাম রাখা হয়েছে 'আমওয়াত' অর্থাৎ মৃত। এতে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রুহুল কুদুস প্রবেশের ফলে পূর্ণ মোমেনের মাঝে প্রাণের সঞ্চার হয়। আর কাফেরদের যদিও ব্যাহ্যিকভাবে প্রাণ রয়েছে, কিন্তু সেই প্রাণ থেকে বঞ্চিত যা মন-মস্তিষ্ককে ঈমানীয় জীবন দান করে।"

(আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১০০-১০২)

হুযুর (আ.) বলেন: "কুরআন শরীফের যে خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তাতে আল্লাহ্ তা'লার মোহর লাগানোর অর্থ এটাই যে, মানুষ যখন পাপ করে তখন পাপের পরিণাম তার হৃদয় এবং মুখে খোদা তা'লা প্রকাশ করে দেন। আর এটিই فَلَمَّا زَاغُوْا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ আয়াতের অর্থ। অর্থাৎ যখন তারা সত্য থেকে বিমুখ হল, তখন খোদা তা'লা তাদের হৃদয়কে সত্যের চাহিদা অনুসারে দূরে করে দিলেন। আর শেষমেশ শত্রুতাপূর্ণ উন্মাদনার প্রভাবে তাদের মধ্যে এক আমূল পরিবর্তন পরিলক্ষিত হল, তারা এতটাই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল যে, তাদের পূর্বেকার অবস্থা আর অক্ষুন্ন থাকল না। আর ক্রমশ স্বভাবজাত বিরোধিতার বিষবাষ্প তাদের প্রকৃতিগত দীপ্তিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।"

(কিতাবুল বারিয়া,রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৩,পৃ: ৪৭-৪৮)

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: এর সাধারণ অর্থ এটিই যে, আল্লাহ্ তা'লার স্মরণ হৃদয়ে প্রশান্তি এনে দেয়। কিন্তু এর তাৎপর্য এবং দর্শন এই যে, মানুষ যখন সত্যিকার নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততার সাথে আল্লাহ তা'লাকে স্মরণ করে এবং বিশ্বাস করে যে তিনি সব সময় তার সামনে আছেন। আর হৃদয়ে খোদা-ভীতি তৈরী হয়। সেই ভীতি তাকে খোদার নিকট অপছন্দনীয় ও নিষিদ্ধ বিষয়গুলি থেকে রক্ষা করে আর মানুষ তাকওয়া এবং পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রে উন্নতি করতে থাকে, এতটাই যে, সে খোদা তা'লাকে দেখে এবং অজস্র পর্দার অন্তরালে থাকা তাঁর অসীম শক্তিকে প্রত্যক্ষ করে। তখন তার হৃদয়ে কোনও দুঃখ ও বেদনা থাকে না,তার মনে সব সময় এক প্রকার আনন্দ ও সুখানুভূতি বিরাজ করে। "

(আল হাকাম,৯ নম্বর, ১০,সেপ্টেম্বর, ১৯০৫, পৃ: ৮)

فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا আয়াতের তফসীর করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন: "এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, তাদের সহজাত প্রবৃত্তি অনুসারে কাজ না করা বলে দিচ্ছে যে, তাদের অন্তরে ব্যধি রয়েছে, কেননা অন্তরে যদি ব্যধি না থাকত, তাহলে তারা অন্ততপক্ষে সেই সব বিষয়গুলিকে অনুভব করত যা সহজাত প্রবৃত্তির কারণে উদ্ভুত হয়। যেভাবে অতিরিক্ত জন্ডিসের ফলে মুখের স্বাদ নষ্ট হয়ে যায় আর মিষ্টিও তেতো লাগে। অনুরূপভাবে যাদের হৃদয়ে ব্যধি আছে,তারা নিজেদের প্রবৃত্তির ডাক ঠিকমত শুনতে পায় না।"

(তফসীর কবীর,১ম খণ্ড, পৃ: ১৭৩)

অতএব, কুরআন ও হাদীস এবং উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলির আলোকের একথা প্রমাণ হয় যে, ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিকতার বিষয়ে হৃদয় বলতে কেবল মানবদেহের একটি অঙ্গকে বোঝানো হয় না, বরং এর শব্দটিকে রূপক হিসেবে একাধিক অর্থে ব্যবহার করা হয়।

প্রশ্ন: এক ভদ্রমহিলা হযরত মুসলেহ মওউদ বর্ণিত তফসীরে অন্তঃসত্তা মহিলাদের উপর চন্দ্রগ্রহণের প্রভাব সম্পর্কে জানতে চেয়ে হুযুর আনোয়ার (আই.) কে একটি উদ্ধৃতি লিখে পাঠান। তিনি জানতে চান যে, অনেকে বলে, সেই সময় গর্ভবতী মহিলাদের ঘুমানো উচিত নয় এবং সেই সময় তাদের ছুরি বা চাকু ব্যবহার করা উচিত নয়। বিষয়টি আসলে কি?

হুযুর আনোয়ার (আই.) ১০ই মার্চ ২০২১ তারিখের চিঠিতে লেখেন- আল্লাহ্ তা'লা কুরআন মজীদে বলেন- তিনি তাঁর নির্দেশে চাঁদ, সূর্য এবং গ্রহ ও নক্ষত্রদেরকে মানুষের সেবায় নিয়োজিত রেখেছেন। তাই এই সব মহাজাগতিক বস্তুগুলি থেকে বিচ্ছুরিত রশ্মি এবং বিভিন্ন কণা বিভিন্নভাবে পৃথিবী এবং পৃথিবীতে থাকা বস্তুসমূহের উপর প্রভাব ফেলে। সাধারণ দিনে সূর্যের দিকে দেখলে আমাদের দৃষ্টি শক্তিতে খুব একটা খারাপ প্রভাব পড়ে না। কিন্তু সূর্য গ্রহণের সময় কিছু কিছু ক্ষেত্রে সূর্যের দিকে নজর দেওয়া মানষের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিতে পারে।

অনুরূপভাবে আমরা এও দেখি যে, সূর্যের রশ্মি পৃথিবীতে একাধিক রোগজীবাণু দূর করে এবং ফলমূল , শাকসব্জি এবং ফসলের উপর বিভিন্ন প্রভাব ফেলে। এছাড়াও ফলের মিষ্টতা তৈরী এবং অনেক ধরণের শাকসব্জি ও ফলমূলের উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

যদিও বিজ্ঞানের আজ পর্যন্ত গবেষণা গর্ভবতী মহিলাদের উপর চন্দ্রগ্রহণের প্রভাবকে অস্বীকার করে, কিন্তু বিজ্ঞানী একথা অবশ্যই স্বীকার করেন যে, চাঁদের আলো মানুষের ঘুমের উপর প্রভাব ফেলে। অনুরূপভাবে সূর্য থেকে নির্গত বিশেষ প্রকারের নিউট্রিনো কণা মানবদেহে প্রবেশ করে এবং শরীরের অনু-পরমাণু সেই সব কণাকে শোষণ করে এক নতুন রূপ ধারণ করে। কিন্তু সেই পরির্তনের কোনও কুপ্রভাব বা গর্ভবর্তী মহিলাদের গর্ভাশয়ে থাকা ভ্রুণের উপর কোনও প্রভাব পড়ে না।

মানুষের বুদ্ধি এবং বিজ্ঞানের গবেষণা আল্লাহ্ তা'লার অসীম জ্ঞানের সামনে কোনও মূল্যই রাখে না। আর আমরা জানি যে, বিজ্ঞানের গবেষণা ও সিদ্ধান্তগুলি বিভিন্ন যুগে পরিবতর্নশীল, এখনও সেগুলির মধ্যে পরিবর্তন হয়ে চলেছে। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন: "যদিও গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধির নামই হল দিন-রাত্রি। কিন্তু এছাড়াও সূর্য, চন্দ্র এবং নক্ষত্ররাজিরও প্রভাব রয়েছে। তাদেরও পৃথিবীতে এমন প্রভাব পড়ে থাকে যা দৃশ্যমান আলোকরশ্মি ছাড়াও অন্যান্য মাধ্যমে মানুষের উপর প্রভাব ফেলে। যেমন তড়িৎ বা চৌম্বকীয় শক্তির প্রভাব এবং এগুলি ছাড়া অনেক ধরণের প্রভাব যা বিজ্ঞান অহরহ আবিষ্কার করে চলেছে এবং কতক এমনও রয়েছে যা এখনও অনাবিষ্কৃত রয়েছে। "

(তফসীর কবীর, ৪র্থ খণ্ড,পৃ: ১৩৮)

হযরত মসীহ মওউদ ও (আ.) তাঁর বিভিন্ন রচনায় কুরআন করীমের শিক্ষার আলোকে পৃথিবীর এবং পৃথিবীর উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের উপর চাঁদ, সূর্য এবং গ্রহ ও নক্ষত্ররাজির প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। তাঁর রচনা 'তোহফায়ে গোল্ডবিয়া' পুস্তকে তিনি বলেন: 'এই নক্ষত্ররাজি কেবল সৌন্দর্যের উদ্দেশ্যে নয়, যেমনটি সাধারণ মানুষ মনে করে থাকে। বরং এদের প্রভাব রয়েছে। যেমন,

وَ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَ حِفْظًا আয়াতে 'হিফযান' শব্দটি থেকে প্রতিভাত হয়। অর্থাৎ পৃথিবীর সুরক্ষার কাজে এই সব নক্ষত্রদের ভূমিকা রয়েছে, ঠিক তেমন ভূমিকা যে ভূমিকা থাকে মানব দেহে আহার ও ভেষজের। যেগুলির মাঝে কোনও ঐশ্বরিক শক্তি নেই, বরং খোদা তা'লার শক্তিমত্তার সামনে এগুলি সবই মৃতের সমান। খোদার অনুমতি ব্যতিরেকে এগুলি কিছুই করতে পারে না। এদের প্রভাব খোদার নিয়ন্ত্রণাধীন। তাই আসল বিষয় এই যে, নক্ষত্ররাজির প্রভাব রয়েছে যা পৃথিবীর উপর ক্রিয়াশীল থাকে।..... এরা যারা আপাদমস্তক অজ্ঞতায় নিমজ্জিত তারা বিজ্ঞানের এই শাখাটিকে শিরকের অন্তর্ভুক্ত করে। তারা জানেনা পৃথিবীতে খোদা তা'লার এটাই প্রকৃতির নিয়ম যে কোনও কিছুই তিনি অযথা, উপকার ও প্রভাবহীন সৃষ্টি করেন নি।তিনি বলেন, প্রতিটি বস্তু মানুষের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। বল তো, পৃথিবীর আকাশ যে অজস্র নক্ষত্র দ্বারা সুসজ্জিত তাতে মানুষের কি উপকার? অথচ খোদা তা'লা ঘোষণা করছেন যে, এগুলি সব মানুষের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, যা আমাদেরকে অবশ্যই এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছে যে, এই সব বস্তুর মধ্যে বিশেষ প্রভাব রয়েছে যা মানব জীবন ও মানব সভ্যতার উপর নিজের প্রভাব ফেলে। যেমনটি প্রাচীন যুগের বিদ্বানরা লিখেছেন, প্রারম্ভে পৃথবী অত্যন্ত অসমতল ছিল, খোদা তা'লা যেটিকে নক্ষত্রের প্রভাবে সমতল বানিয়েছেন।"

(তোহফায়ে গোল্ডবিয়া, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৭, পৃ: ২৮২-২৮৩)

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এই বিষয়টিকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: "স্মরণ রাখতে হবে যে, বিজ্ঞানের বর্তমান গবেষণা আলোক- বর্ণালীর মাধ্যমে (যে পদ্ধতিতে আলোর বিভিন্ন বর্ণকে বিভাজিত করা হয়।) জানতে পেরেছে যে, কোন নক্ষত্রে কোন কোন্ প্রকারের ধাতু ও মৌল রয়েছে। এর থেকে বোঝা যায় যে, পৃথিবীর উপর শুধু আলোকরশ্মির প্রভাবই পড়ে না, বরং বিভিন্ন ধাতুর প্রভাবও অবতীর্ণ হয় এবং এর প্রভাব পৃথিবীতে বসবাসরত মানুষের মস্তিষ্ক এবং শক্তিসমূহের উপরও পড়ে। চাঁদের কিরণের প্রভাব বিভিন্ন রূপে পৃথিবীতে প্রকাশ পেতে থাকে। সাধারণত আমাদের দেশে

জুমআর খুতবা

‘তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র এই অঙ্গীকার গ্রহণ করা হচ্ছে যে, তোমরা অবশ্যই আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের উপর ঈমান আনয়ন করবে এবং নামায কায়েম করবে এবং যাকাত প্রদান করবেন এবং এরই উপর তোমরা নিজেদের সন্তান ও স্ত্রীদের পক্ষ থেকেও বয়আত করবে।’

আঁ হযরত (সা.)-এর মহা মর্যাদাবান সাহাবী খলীফায়ে রাশেদ সিদ্দীকে আকবার হযরত আবু বাকার সিদ্দীক (রা.)-এর পবিত্র জীবনালেখ্য।

তুমি তোমার প্রত্যেক কাজ আল্লাহ্‌কে ভয় করবে إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ

প্রথম খলীফার যুগে বিদ্রোহী ও ধর্মত্যাগীদের বিরদ্ধে পরিচালিত অভিযানসমূহের কয়েকটি বিস্তারিত বর্ণনা

মাননীয়া সাবেরা বেগম সাহেবা (রফীক আহমদ বাটের সহধর্মিণী, সিয়ালকোট) এবং সিরিয়া নিবাসী সুরাইয়া রশীদ সাহেবা (রশীদ আহমদ বাজওয়া সাহেবের সহধর্মিণী, কানাডা)-এর মৃত্যু সংবাদ এবং স্মৃতিচারণ এবং জুমআর জানাযা।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ২২ এপ্রিল , ২০২২, এর জুমুআর খুতবা (২২ শাহাদাত, ১৪০১ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

তাঊয এবং সূরা ফাতিহা তেলাওয়াতের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃবিগত খুতবাগুলোতে হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ)’র খেলাফতকালে বিভিন্ন অভিযানের উদ্দেশ্যে সেনাদল প্রেরণের বিষয়ে যে বর্ণনা চলছিল; সে বিষয়ে আজ কিছুটা বিস্তারিত বর্ণনা করছি,যাতে করে সেসময়ের আশংকাজনক ও প্রকৃত পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করা সম্ভব হয়।এগারোটি সৈন্য অভিযানের মধ্য হতে প্রথমটির বিস্তারিত বর্ণনা-যেমনটি বর্ণিত হয়েছে যে সর্বমোট এগারোটি বিভিন্ন অভিযান সংঘটিত হয়েছিল, সেগুলির মধ্যে প্রথম অভিযানের বিস্তারিত বর্ণনা এরূপ; তুলায়হা বিন খুওয়াইলিদ, মালেক বিন নুওয়াইরা,সাজাহ্ বিনতে হারেস ও মুসায়লামা কায্যাব প্রমুখ ধর্মত্যাগী বিদ্রোহী ও নবুয়্যতের মিথ্যা দাবীকারকদের বিরুদ্ধে এ অভিযান সংঘটিত হয়েছিল। হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) একটি পতাকা হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ)’র হাতে অর্পণ করতঃ নির্দেশ দেন যে; তাঁরা যেন তুলায়হা বন খুওয়াইলিদকে দমন করেন। তাকে দমন করার পরে যেন বুতাহা গিয়ে মালেক বিন নুওয়াইরার সহিত যুদ্ধ করেন; যদি তাঁরা এ যুদ্ধে স্থির থাকে তবে যেন পুনরায় তাদের আক্রমণ করা হয়। বুতাহা বনু আসাদের এলাকায় একটি ঝর্ণার নাম যেখানে যুদ্ধ হয়েছিল। (তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৫৭)

এক বর্ণনা অনুযায়ী হযরত আবুবকর (রাঃ) হযরত সাবিত বিন কাইসকে আনসারদের আমীর নিযুক্ত করেন। অতঃপর তাঁকে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ)’র অধীনস্ত করে দেন এবং হযরত খালিদ (রাঃ)কে নির্দেশ প্রদান করেন যে তিনি যেন তুলায়হা এবং উওয়াযনা বিন হিস্ন কে দমন করতে অভিযান শুরু করেন;সেসময়ে যারা বনু আসাদ অধীনস্ত একটি ঝর্ণার কাছে অবস্থান করছিল।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৬০)

আল্লাহ্‌র তলোয়ারের মধ্যে এক তলোয়ার যখন হযরত আবুবকর (রাঃ) ইসলাম বিমুখ ব্যক্তিদের সহিত যুদ্ধাভিযানের উদ্দেশ্যে হযরতখালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ)’র জন্য পতাকা তৈরী করেন; তখন বলেন! আমি হযরত রসুলে করীম(সাঃ)কে বলতে শুনেছি যে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দা এবং আমাদেরভাই; যে আল্লাহ্‌তাআলার তলোয়ারের মধ্যে একটি তলোয়ার; যা আল্লাহ্ তাআলা কাফির তথা মুনাফেকদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান করেছেন।

(আল বাদাইয়াতু ওয়ান নাহাইয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩১৩)

হযরত আবুবকর (রাঃ) হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ)কে তুলায়হা তথা উওয়াযনার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন; এই বিরোধীদ্বয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিচে উল্লেখিত হল।

তুলায়হা এবং উয়াযনা; বিরোধীদ্বয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয়তুলায়হা বিন খুওয়ালিদ বিন নৌফিল বিন নদলা অল-আসাদী মিথ্যা নবুওতের দাবীকারকদেরমধ্যে একজন ছিল। যে রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)এর জীবনের অন্তিমকালে প্রকট হয়; রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)এরজীবনকালেই সে ইসলাম থেকে বিমুখতার শিকার হয়; নবুওতের দাবী করে বসে তথা সমীরা নামকস্থানে নিজ সৈন্যবাহিনীর খেমা তৈরী করে।সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ)যখন সে নবুওতের দাবী করে, জনতার একটি বড় অংশ তার অনুগামী হয়ে যায়। লোকেদেরপথভ্রষ্টতার প্রথম কারণ এটাই ছিল যে, সে তার গোত্রের সহিত একবার যাত্রায় ছিল; পথিমধ্যে পানিশেষ হয়ে গেলে যাত্রীরা পিপাসায় অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে; এমতাবস্থায় সে চালাকী করে লোকেদের বলে যে; তোমরা কেউ আমার ঘোড়া এলাল-এর ওপরে চড়ে সামনে কিছু মাইল যাও; সেখানে তোমরাপানির সন্ধান পেয়ে যাবে। লোকেরা এমনটি করলে সেখানে পানি পেয়েও যায়। এর ফলে গ্রামীণলোকেরা প্রথম ফিৎনার শিকার হয়ে যায়। তার অসত্য কথার মাঝে একবার এরূপও হয়েছিল যে;সে নামাজের সেজদা সমাপ্ত করে দেয় এবং একথা দাবী করে যে, আকাশ হতে তার প্রতি ওহী আসে;সে কবিতা এবং ছন্দের মাধ্যমে তার কথাগুলি লোকেদের সামনে উপস্থাপন করত।

ইতিহাস থেকে জানা যায় যে; ইসলামের পূর্ব যুগে ধার্মিক গুরুগণ কবিতা এবং ছন্দের সহিত লোকেদের সামনে নিজেদের মনঃপ্রসুত বাণী প্রয়োগ করে সাধারণদের ওপরে প্রভাব বিস্তার করত। তুলায়হাও গণক ছিল, তুলায়হা অসদীর অহংকার সাধারণ লোকজনদেরকে ধোকায় ফেলে রেখেছিল।তার বিষয়টিও জোরপূর্বক বিস্তার হতে থাকে, তার শক্তি বৃদ্ধি হয়; অতঃপর যখন রসুলুল্লাহ্(সাঃ) তার বিষয়ে সংবাদ প্রাপ্ত হন; তিনি (সাঃ) জরার বিন আবু অসদী-কে তার সহিত লড়াই করারউদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। কিন্তু জরার এর ধরা ছোঁয়ার মাঝে সে ছিলনা; কেননা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রভাব ও শক্তি বৃদ্ধি হয়ে গিয়েছিল। বিশেষ করে আসদ তথা গাতফান এর দুই মিত্র যখন তার প্রতি ঈমান আনয়ন করে; তার শক্তি আরও বৃদ্ধি পেয়ে যায়। রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)এর মৃত্যু হয়ে যায় কিন্তু,তুলায়হা সমস্যার কোন সমাধান হয় নি। যখন খেলাফতের বাগডোর হযরত আবুবকর (রাঃ)’র হাতেআসে; তখন তিনি বিদ্রোহী মুর্তাদদের দমন ও ধ্বংস করার মানসে সেনা প্রস্তুত করেন; অতঃপর তার বিরুদ্ধে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ)’র নেতৃত্বে সেনা পাঠান।

(সৈয়্যদানা আবু বাকার সিদ্দীক, শখসিয়াত ও কারনামে, প্রণেতা ডক্টর আলি মহম্ম সালাবি, পৃ: ৩১৬-৩১৮) (উসদুল গাবাহ, ৩য় ভাগ, পৃ: ৯৪) (মুজামুল বুলদান, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৯০)

এরা কেবলমাত্র ইসলাম হতেপ্রত্যাবর্তনকারী লোকই ছিল না বা কেবলমাত্র মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীকারক-ই ছিল না বরঞ্চ এরামুসলমানদের সহিত যুদ্ধও করত তথা তাদের ক্ষতি করার চেষ্টায় সর্বদা রত থাকত।

উয়াযনা হিস্ন কে ছিল? তার সম্পর্কে লেখা আছে যে, উইয়ানাহ সেই ব্যক্তি ছিল যে আহযাবের যুদ্ধের সময় বনু ফাযাররাহর নেতা ছিল। এই যুদ্ধের সময় কাফেরদের তিনটি সেনাবাহিনী বনু কুরাইযার সঙ্গে মিলে মদীনার উপর

প্রবল আক্রমণ করতে মনস্থির করে। এর মধ্যে একটি সেনাবাহিনীর সেনাপতি ছিল উইয়ানাহ। আহযাবের যুদ্ধের কাফেরদের পরাজয়ের পরও সে মদিনার উপর আক্রমণের সংকল্প করেছিল। কিন্তু রসুলুল্লাহ্ (সা.) শহরের বাইরের সে তার আক্রমণকে প্রতিহত করেন এবং পিছু হটতে বাধ্য করেন। এই যুদ্ধটি যি কারাদ-এর যুদ্ধ নামে পরিচিত।

(সৈয়্যদানা হযরত আবু বাকার সিদ্দীক, প্রণেতা-মহম্মদ হোসেন হ্যায়কাল, পৃ: ১৩৯)

উইয়ানা বিন হিস্ন মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করে এবং এতে অংশগ্রহণ করে। এ ব্যক্তি হুনাইন তথা তায়েফের যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছিল। নবী করীম (সা.) তাকে নবম হিজরীতে বনু তামীমের মুণ্ডচ্ছেদ করার জন্য পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী সেনার সঙ্গে প্রেরণ করেছিলেন, যাদের মধ্যে কোনও আনসার বা মুহাজির সাহাবা ছিলেন না। এই সেনাভিযানের কারণটি ছিল , বনু তামীম আঁ হযরত (সা.)-এর কার্যনির্বাহিকে সদকা নিয়ে যেতে বাধা দিয়েছিল। অতঃপর সিদ্দিকি যুগে বিদ্রোহী মুর্তাদদের সঙ্গ দিয়ে ইসলাম হতে বিমুখতার শিকারহয়ে যায় তথা তুলায়হার প্রতি প্রভাবিত হয়ে পড়ে এবং তার বয়আত করে নেয়। এবং পরবর্তীতে সেপুনরায় ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তন করে।

(আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৪র্থ ভাগ, পৃ: ৬৩৯) (জিয়াউন্নাবী, প্রণেতা- পীর মহম্মদ আকরম শাহ আল আযহারি, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৫৬৬-৫৬৭)

এরা পূর্বেও ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত থেকেছে। মুসলমান হওয়ার পর পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ করে দেয়। এরপর লেখা আছে যে, যখন অব্স, জুবয়ান তথা তাদের সমর্থক বুজাখা নামক স্থানে একত্রিত হয়ে যায়; তখন তুলায়হা, বনু জদীলা এবং গওস যারা কিনা গোত্র তৈ-এর দুটি শাখা ছিল; তাদেরকে তুলায়হা একথাবলে পাঠায় যে, তোমরা আমার নিকটে এস! সুতরাং এরূপই হয়। হযরত আবুবকর (রাঃ) হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদকে জুলকাস্সা থেকে রওনা করার পূর্বে আদী (রাঃ)কে বলেন যে, তোমরা নিজগোত্র অর্থাৎ তৈ গোত্রের নিকটে যাবে। এমনটি যেন না হয় যে, তারা নষ্ট হয়ে যায়।হযরত আদী (রাঃ) নিজ গোত্রের নিকটে যায়, তাদেরকে ইসলামে প্রত্যাবর্তনের আমন্ত্রণদেন এবং তাদেরকে ভয় দেখান। যারওয়াহ গাতাফান এলাকার একটি স্থানের নাম আর একথাও বলা হয় যে, বনু মুররাহয় বিন অউফ হল একটি ঝর্ণার নাম। যাইহোক তাদের পিছনেই হযরত খালিদ রওনা হয়ে যান। হযরত আবু বাকার তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, প্রথমে যেন তিনি তায়ে গোত্রের দিক থেকে অভিযানের সূচনা করেন এবং বুযাখা অভিমুখে যান এবং সব শেষে বুতাখ যান। আর যখন তারা শত্রুদের সঙ্গে দ্বন্দ মিটিয়ে আসবে তখন , নতুন কোনও নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত অন্যত্র যেন আক্রমণের পরিকল্পনা না করে।

হযরত আবু বাকার একথা ব্যক্ত করেন যে, তিনি নিজেই খায়বারের দিকে রওনা হচ্ছেন। তিনি একথা প্রকাশ্যে বলে দেন। লোকেদের মাঝে জানাজানি হয়ে যায় যে, হযরত আবু বাকার স্বয়ং খায়বার অভিমুখে রওনা হচ্ছেন এবং সেখান থেকে ঘুরে সালমা পাহাড়ের দিকে খালিদের সঙ্গে মিলিত হবেন। দ্বিতীয় হাদীসটি থেকে জানা যায় যে, হযরত আবু বাকার (রা.) এই পরিকল্পনা এজন্য এঁটেছিলেন যাতে শত্রুদের কাছে যখন এই সংবাদ পৌঁছবে তখন তারা এই ভেবে ভীত ও সন্ত্রস্ত হবে যে, আরও একটি সেনাবাহিনীও রয়েছে। অথচ তিনি সেনাবাহিনীর পুরোটাই হযরত খালিদের সঙ্গে রওনা করে দিয়েছিলেন। হযরত খালিদ রওনা হলেন। বুযাখা থেকে তিনি ঘুরে আজা অভিমুখে যাত্রা করলেন। আজা এবং সালমা-এই দুটি পাহাড়। সালমার কথা পূর্বেই উল্লেখ হয়েছে যেটি সামীরার বাম দিকে অবস্থিত। একটি বর্ণনা মতে আজা হল তায়ে গোত্রের একটি পাহাড়।

যাইহোক হযরত খালিদ একথা প্রকাশ করেন যে তিনি খায়বার অভিমুখে রওনা হচ্ছেন। এবং সেখান থেকে তায়ের সঙ্গে যুদ্ধের পর ফিরে আসবেন। এই পরিকল্পনা তায়ে গোত্রের লোকেরা নিজেদের স্থানে অনড় থাকে এবং তুলাইহার কাছে যাওয়া থেকে বিরত থাকে। হযরত আদিও তায়েদের কাছে আসেন এবং তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানান। তারা বলে, আবুল ফসীল (কিছু লোক অপমান তথা ঘৃণাভরে হযরত আবুবকর (রাঃ)কে উঁটের বাচ্চার পিতা বলে সম্বোধন করত) এর আদেশ আমরা কখনই পালন করব না। তারা হযরত আবু বাকারের কথা বোঝাতে চেয়েছিল। ফাসিল উট বা গাভীর বাচ্চাকে বলা হয় যে তার মার কাছ থেকে পৃথক হয়ে গেছে এবং যার দুধ ছাড়ানো হয়েছে। যেহেতে 'বিকর' এবং ফাসীল'- এই দুটি শব্দের অর্থই হল উটের শাবক,তাই কিছু লোক হযরত আবু বাকারকে তাচ্ছিল্যের সুরে আবুল ফাসিল অর্থাৎ উটের বাচ্চার পিতা বলে ডাকত। হযরত আদি বললেন: তোমাদের দিকে এমন এক সেনাবাহিনী অগ্রসর হচ্ছে যা তোমাদের প্রতি মোটেই দয়া করবে না, তারা এমন খুনোখুনি করবে যে, কেউ শান্তি পাবে না। আমি তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিলাম, এখন সিদ্ধান্ত তোমাদের হাতে।

একটি বর্ণনা অনুসারে তিনি নিজ গোত্রের লোকেদের একথাও বলেন যে, অতঃপর তোমরা হযরত আবু বাকারকে ফাহলুল আকবার নামে স্মরণ করবে। ফাহাল বলা হয় প্রত্যেক পশুর নরকে। অর্থাৎ এখন তোমরা বিদ্রুপ ও অবহেলা করে তাঁকে উটের ছোট বাচ্চা বলছ, পরে কিন্তু তোমরা তাঁকে বলিষ্ঠ নর উট বলতে বাধ্য হবে। তৈ গোত্রের লোকেরা তাঁর কথা শুনে বলল, এই আক্রমণ উদ্যত সেনাবাহিনীর সঙ্গে গিয়ে মিলিত হও এবং একে আমাদের উপর আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকতে বল, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা বুজাখায় অবস্থানরত আমাদের স্বজাতির লোকদের ফিরিয়ে আনতে পরি। আমাদের এইরূপ আশংকা রয়েছে যে, যদি আমরা তুলায়হার বিরোধীতা করি, যখন কিনা আমাদের লোক তার করায়ত্তে রয়েছে; তাহলে হয়ত তাদেরকে হত্যা করে ফেলবে অথবা তাদেরকে জামানাত হিসাবে বন্দী করে ফেলবে। এই সম্পর্কে জনশ্রুতি ছিল যে, সে তার শত্রুদেরকে মুক্তি দেয় না আর তৈ গোত্রের লোকেরাও বলল, যেহেতু সেখানে আমাদের স্বজাতির লোকেরা রয়েছে, তাই আমরা যদি চলে আসি অথবা সে একথা কোনওভাবে টের পেয়ে যায় যে আমরা মুসলমান হতে চলেছি, তাহলে সে হত্যা তাদেরকে ফেলবে।

হযরত আদী (রা.) হযরত খালিদ (রা.)-কে সুখ নামক স্থানে অভ্যর্থনা জানান। সুখ-ও বৃহত্তর মদিনার একটি অংশ। হযরত আদী বললেন: খালিদ! আপনি আমাকে তিন দিনের সময় দিন। পাঁচশ যোদ্ধা আপনার সঙ্গে একত্রিত হয়ে যাবে যাদের সঙ্গে মিলে আপনি শত্রুদের উপর আক্রমণ করবেন। এদেরকে জাহান্নামের আগুনে ঠেলে দেওয়ার চেয়ে এই কাজটি শ্রেয়। অর্থাৎ তৈ গোত্রের লোকেরা আপনার সঙ্গে এসে যাবে আর তাদের সঙ্গে যুদ্ধ লিপ্ত হবে। হযরত খালিদ (রা.) তাঁর এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন। হযরত আদী (রা.) তাঁর নিজের জাতির কাছে আসেন। ইতিপূর্বেই তৈ গোত্রের লোকেরা বুজাখা থেকে থেকে নিজেদের জাতির লোককে ফিরিয়ে আনার জন্য লোক পাঠিয়েছিল। গোত্রের লোকেরা তুলাইহার সেনাবাহিনীতে নিজেদের লোককে এই বার্তা পাঠাল যে, তারা যেন অবিলম্বে ফিরে আসে। কেননা মুসলমানেরা তুলাইহার সেনাবাহিনীর উপর আক্রমণ করার পূর্বে তাদের উপর অর্থাৎ তৈ গোত্রের উপর আক্রমণ করার পরিকল্পনা করেছে। তাই তারা ফিরে এসে এই আক্রমণকে প্রতিহত করুক। এই কৌশল তারা অবলম্বন করেছিল। তাই তারা অতিরিক্ত সৈন্যদল হিসেবে স্বজাতির কাছে ফিরে আসে। যদি এমনটি না হত, তবে তুলাইহা ও তার সঙ্গীরা তাদেরকে জীবিত রাখত না। এরপর হযরত আদী (রাঃ) হযরত খালিদ (রাঃ)কে নিজের গোত্র তৈ-এর পুনরায় ইসলামে প্রত্যাবর্তনের সংবাদ দেন।

একজন লেখক বলেন যে, হযরত আদী (রাঃ)'র মহান পদক্ষেপএই যে, তিনি নিজ গোত্রকে ইসলামী সেনাদলে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান।

বনু তৈ-এর খালিদ (রাঃ)'র সেনাদলে অংশগ্রহন করা শত্রুদের প্রথম পরাজয় ছিল; কেননা তাদেরকে আরব মহাদ্বীপের সব থেকে শক্তিশালী গোত্রদের মাঝে গণ্য করা হত; তথা অন্যান্য গোত্ররাও তাদের গুরুত্ব দিত, তাদের শক্তির বিষয়ে আস্থা ছিল এবং তাদেরকে ভয় করত। নিজেদের এলাকায় তাদের সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। প্রতিবেশী গোত্রগুলি তাদের মিত্র হওয়ার জন্য সচেষ্ট থাকত।

(তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৬০) (আব্দুল্লাহ্ বিন সাবা অউর দুসরে তারিখি আফসানে, খণ্ড-২-৩, পৃ: ৯২) (সৈয়দানা হযরত আবু বাকার সিদ্দীক, প্রণেতা- মহম্মদ হোসেন হ্যায়কাল, পৃ: ১৩৮) (সৈয়্যদানা আবু বাকার সিদ্দীক, শখসিয়ত অউর কারনামে, প্রণেতা-ডক্টর মহম্মদ আলি সালাবী) (সৈয়দানা হযরত আবু বাকার সিদ্দীক, প্রণেতা- মহম্মদ হোসেন হ্যায়কাল, পৃ: ১৫৭) (মুজামুল বুলদান, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৬, খণ্ড-১, পৃ: ১১৯)(আল মুনজাদ, পৃ: ৫৮৫) (ফারহাঙ্গে সীরাত, পৃ: ১৫৭)

তৎপশ্চাৎ হযরত খালিদ (রাঃ) সেখান হতে জদীলা গোত্রের সহিত সংঘর্ষের উদ্দেশ্যে আন্সুর নামক স্থানাভিমুখে দ্রুত প্রস্থান করেন। আনসুর তৈ গোত্রের একটি ঝর্ণার নাম। সেখানে সেই ঝর্ণার চারপাশে বসতি ছিল। হযরত আদী (রাঃ) বলেন যে, তৈ গোত্র এক পক্ষীর ন্যায় আর গোত্র জদীলা বনু তৈ এর দুটি বাহুর মধ্যে একটি বাহুর সমতুল্য। আপনি আমাকে কিছুদিনের অবকাশ দিন; সম্ভবতঃ আল্লাহ্তাআলা জদেলা গোত্রকেও সোজা রাস্তায় নিয়ে আসবেন; বিনা যুদ্ধেই তারে সংশোধন হয়ে যাবে, যেরূপে তিনি গোত্র গৌস অর্থাৎ তৈ কবিলার অপর শাখাটিকে বিপথগামিতা হতে বার করে এনেছেন। হযরত খালিদ এমনটিই করলেন। হযরত আদী জাদীলার কাছে আসেন। অতঃপর হযরত আদী (রাঃ)'র নিরন্তর কথাবার্তা ও প্রচেষ্টার পরিণাম স্বরূপ হযরত আদী (রাঃ)'র হাতে বয়আত গ্রহণ করেন এবং তিনি

(রাঃ) জদেলা গোত্রের এক হাজার সদস্য নিজ বাহন সহিত মুসলমানদের সঙ্গে এসে যায়।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৬০) (মুজামুল বুলদান, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩১৪)

হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ)'র গোত্র তৈ এর ইসলাম গ্রহণ করার পরে তুলায়হা আসাদির দিকে অগ্রসর হন। তিনি (রাঃ), হযরত ওকাশা (রাঃ) বিন মুহসিন, এবং হযরত সাবিত (রাঃ)বিন আকরাম কে শত্রুদের সংবাদ গ্রহণের জন্য সামনে প্রেরণ করেন।

তারা যখন শত্রুদের কাছাকাছি পৌঁছল, তখন তুলাইহা এবং তার ভাই সালামা দেখার এবং খোঁজ নেওয়ার জন্য বের হল।সালামা হযরত সাবিতকে কোনও সুযোগ না দিয়েই শহীদ করে দেয় আর তুলাইহা যখন দেখল যে, তার ভাই তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করে ফেলেছে তখন সে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বীর অর্থাৎ আকাশার বিরুদ্ধে সাহায্যের জন্য আহ্বান জানিয়ে বলল, এস! আমাকে সাহায্য কর, অন্যথায় এই ব্যক্তি আমাকে খেয়ে ফেলবে। তখন তারা দুজনে মিলে হযরত আকাশা (রা.)-এর উপর আক্রমণ করে তাঁকে শহীদ করে দিল এবং নিজেদের স্থানে ফিরে গেল।

একটি রেওয়াতে একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত খালিদ (রা.) হযরত যখন আকাশা (রা.) এবং সাবিত আনসারিকে শত্রুদের বিষয়ে সংবাদ আনার জন্য পাঠান, তখন তারা তুলাইহার ভাই হিবালের মুখোমুখি হন আর তারা দুজনে তাকে হত্যা করেন। এর মধ্যে কতটুকু সত্যতা আছে তা আল্লাহ্ জানেন। কিম্বা এই হাদীসটি যদি সঠিক হয়, তবে সে যুদ্ধ করতে উদ্যত হয় আর যখন যুদ্ধ শুরু হল তখন সে নিহত হয়। কেননা এরা তো সংবাদ নেওয়ার উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন, যুদ্ধ করতে মোটেই যান নি। তুলাই যখন এই সংবাদ প্রাপ্ত হয় তখন সে এবং তার ভাই সালামা বের হয়। তুলাইহা হযরত আকাশাকে শহীদ করে দেয় এবং তার ভাই হযরত সাবিতকে (রা.) শহীদ করে দেওয়ার পর তারা দুজনে ফিরে যায়।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৬১-২৬২) (আল কামিলু ফিততারিখ, ২য় খণ্ড, পৃ: ২০৮-২০৯)

হযরত খালিদ (রা.) নিজের সেনাবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হয়ে সেই স্থানে পৌঁছন যেখানে হযরত সাবিত (রা.) মরদেহ পড়েছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ তাঁর সংবাদ জানত না। এমনকি হঠাৎ করে কোনও একজন অশ্বারোহীর পা তার উপর গিয়ে পড়ে। মুসলমানদের কাছে বিষয়টি অত্যন্ত অপ্রিয় ঠেকে। যখন তারা ভাল করে দেখল, তখন জানতে পারল যে হযরত আকাশা বিন মুহসিনও শহীদ হয়ে পড়ে আছেন। এতে মুসলমানেরা আরও বেশি দুঃখভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে এবং বলতে থাকে যে, মুসলমানদের নেতাদের মধ্য থেকে দুইজন বড় নেতা এবং দুই অশ্বারোহী সেনা শহীদ হলেন। এই পরিস্থিতিতে হযরত খালিদ (রাঃ) তুলায়হা'কে আক্রমণ করার জন্য সৈন্যবাহিনীসংগঠিত করতে শুরু করেন এবং তৈ গোতের ফিরে যান। একটি রেওয়ায়েত অনুসারে হযরত আদী বিন হাতিম (রা.) বলেন, আমি হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদকে বলে পাঠিয়েছিলাম যে, আপনি আমার কাছে এসে কয়েকদিন অবস্থান করুন। আমি তৈ-র সমস্ত গোত্রের কাছে লোক পাঠাচ্ছি আর যত সংখ্যক মুসলমান আপনার সঙ্গে আছে তার থেকে অনেক বেশি সৈন্য আপনার জন্য একত্রিত করে দিচ্ছি। অতঃপর আমি নিজেও শত্রুদের মোকাবেলা করার জন্য আপনার সঙ্গে যাব। তাই তিনি (রা.) আমার দিকে চলে আসেন অর্থাৎ এদিকে চলে আসেন।

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত খালিদ সালমা নামক একটি কসবায় উরুক নামক স্থানে অবস্থান করেছিলেন। কিন্তু অপর এক রেওয়ায়েত অনুসারে তিনি আজা নামক স্থানে অবস্থান করেছিলেন। এখান থেকে হযরত খালিদ (রা.) তুলাইহার সঙ্গে যুদ্ধের জন্য নিজের সেনাবাহিনী সংগঠিত করেন এবং বুজাখায় তারা মুখোমুখি হন। লোকেরা যখন যুদ্ধ শুরু করল,তখন উইয়ায়না বনু ফাযারাহ-র সাতশ' সদস্যকে নিয়ে তুলাইয়হার পক্ষ থেকে তুমুল যুদ্ধ করে।

উয়াইনা এবং তুলাইহা পরস্পর হাত মিলিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। তুলাইহা তার উলের তৈরী তাঁবুর আঙিনায় চাদর গায়ে দিয়ে বসে ছিল। সে নবী সেজে বসেছিল। তাই সে তাঁবুতে বসেছিল আর অদৃশ্যের সংবাদ দিচ্ছিল। সে বলছিল, তোমরা যুদ্ধ কর, আমি তোমাদেরকে এখান থেকে আগাম জানিয়ে দিব যে পরিণাম কি হবে। আর লোকের যুদ্ধে ব্যস্ত ছিল। যখন যুদ্ধে উয়াইনকে কষ্টের মুখে পড়তে হল এবং গুরুতর আহত হল, তখন সে তুলাইহার কাছে এসে বলল, এখনও কি জিবরাইল তোমার কাছে আসে নি? যুদ্ধে তো মার খাচ্ছি, তুমি বলছ তোমার উপর ইলহাম হয়, ওহী নাযেল হয় আর জিবরাইল বলে দিবেন যে পরিণাম কি হবে। বল, এখনও কি কোনও পরিণাম আসে নি? জিবরাঈল আসে নি? সে বলল, না। উয়াইনা পুনরায় যুদ্ধে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সে পুনরায় তুমুল যুদ্ধের মধ্যে পড়ে বিচলিত হয়ে উঠল, তখন সে পুনরায় তুলাইহার কাছে এসে বলল, তুমি নিপাত যাও। জিবরাঈল কি এখনও আসে নি তোমার কাছে? সে বলল, আল্লাহ্‌র কসম! আসে নি। উয়াইনা কসম খেয়ে বলল, কখন আসবে? আমার দম ফুরিয়ে আসছে। সে পুনরায় যুদ্ধ ক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ল আর পুনরায় ব্যর্থ হল। তখন সে পুনরায় তুলাইহার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, জিবরাঈল কি তোমার কাছে এখনও আসে নি? তুলাইহা বলল, হ্যাঁ এসেছিল। উয়াইনা বলল, জিবরাইল কি বলল? তুলাইহা বলল, তিনি আমাকে বলেছেন, এমন একটি ঘটনা ঘটবে, তোমার এমন প্রতিপত্তি হবে যা তুমি কখনও ভুলতে পারবে না। উইয়ানা একথা শুনে মনে মনে বলল, আল্লাহ্ জানেন, অচিরেই এমন ঘটনা ঘটবে যা তুমি পাল্টাতে পারবে না বা ভুলতে পারবে না। অতঃপর সে নিজের জাতির কাছে এসে বলল, হে বনু ফাজারাহ! খোদার কসম! তুলাইহা মিথ্যাবাদী। তাই তোরা ফিরে চল। একথা শুনে বনু ফাজারার সমস্ত সৈন্য যুদ্ধ থেকে পৃথক হয়ে যায় আর তাদের পরাজয় হলে তারা দৌড়ে গিয়ে তুলাইহার চারপাশে একত্রিত হয় এবং জিজ্ঞাসা করে যে, আপনি আমাদেরকে কি আদেশ করেন? তুলাইহা ইতিপূর্বে নিজের জন্য ঘোড়া এবং স্ত্রী নোওয়ার জন্য উট প্রস্তুত করে রেখেছিল। সে উঠে দাঁড়িয়ে এক লাফে ঘোড়ায় চেপে পালিয়ে যায় এবং সঙ্গীদের বলে, তোমাদের মধ্যে যার সাধ্য আছে, সেও যেন এমনটি করে এবং নিজের পরিবারকে রক্ষা করে, যেমনটি আমি করেছি। যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালাও। এরপর তুলাইহা হুশিয়াহ-র পথ ধরে সিরিয়া পৌঁছে যায়। তার দল ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে আর আল্লাহ্ তা'লা তাদের মধ্য থেকে অনেকের প্রাণ হরণ করে নেন। অনেকে নিহত হয়। এক বর্ণনা অনুযায়ী, তুলায়হা যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ণ করে নকা নামক স্থানে বনু কল্ব গোত্রের মাঝে গিয়ে বসবাস শুরু করে। এবং সেখানে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। নাকা তায়েফের পাশে মক্কা সংলগ্ন একটি স্থানের নাম। এও বলা হয়ে থাকে যে, হযরত আবু বাকার (রা.)-এর মৃত্যু পর্যন্ত সে বনু কাল্ব গোত্রের মাঝেই বসবাসরত ছিল।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৬১-২৬২) (মুজামুল বুলদান, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৩৪৬)

বনু আমের তার বিশেষ ও সাধারণ সদস্যদের তার কাছে বসে ছিলেন আর সুলাইম ও হাওয়াজিন গোত্রেরও অনুরূপ অবস্থা ছিল। অতঃপর আল্লাহ্ যখন বনু ফাযারাহ এবং তুলাইহাকে শোচনীয় পরাজয় দান করলেন তখন বনু আমীর, সলীম তথা হওয়াজিন নামক গোত্রগুলি একথা বলে, যে ধর্ম থেকে আমরা বেরিয়েছিলাম; পুনরায় তাতে প্রবেশ করছি, পূনরায় ইসলামের মাঝে ফিরে আসে। সেই নিজেই এসে ইসলামে প্রবেশ করল এবং বলল,'আমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল (সা.)-এর উপর ঈমান আনছি, এবং নিজেদের প্রাণ ও সম্পদ সম্পর্কে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের সিদ্ধান্তকে মেনে নিচ্ছি। (তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৬০-২৬২)

তারিখে তাবারীর একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, বুজাখাবাসীর পরাজয়ের পর বনু আমের এসে গোত্র এসে বলল, আমরা দ্বীনের মধ্যে প্রবেশ করছি যা থেকে আমরা বেরিয়ে গিয়েছিলাম।। হযরত খালিদ (রা.) তাঁর কাছে সেই শর্তে বয়আত নিলেন যা তিনি বুজাখাবাসী অর্থাৎ আসাদ, গাতাফান এবং তৈ গোত্রের কাছে নিয়েছিলেন। আর তারা সকলে ইসলাম গ্রহণ করার শর্তে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে নিল। এই বয়আতের কথাগুলি এইরূপ ছিল- 'তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র এই অঙ্গীকার গ্রহণ করা হচ্ছে যে, তোমরা অবশ্যই আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের উপর ঈমান আনয়ন করবে এবং নামায কায়েম করবে এবং যাকাত প্রদান করবেন এবং এরই উপর তোমরা নিজেদের সন্তান ও স্ত্রীদের পক্ষ থেকেও বয়আত করবে।' এতে তারা নিজেদের সম্মতি প্রকাশ করে।

(আল কামিলু ফিততারিখ, ২য় খণ্ড, পৃ: ২১০-২১১)

হযরত খালিদ (রাঃ) বনু আসদ, গাতাফান, হওয়াজিন, সুলাইম তথা তৈ গোত্রের কারোর বয়আত সে সময় পর্যন্ত গ্রহণ করেননি, যতক্ষণ না তিনি ইসলাম হতে বিমুখ হয়ে যাওয়া গোত্রদের মধ্য হতে যে সমস্ত লোকেরা মুসলিমদেরকে আগুনে পুড়িয়েছিল অথবা মুসলিমদের লাশের অবমাননা করেছিল অথবা মুসলিমদের ওপর আক্রমণ করেছিল তাদেরকে মুসলিমদের নিকটে হস্তান্তর না করেছে।

হযরত খালিদ (রা.) এই শর্তে তাদের বয়াআত গ্রহণ করেন যে, তারা যেন সেই সব লোকদের তাঁর হাতে তুলে দেন যারা মুসলমানদের ক্ষতি করেছিল, হত্যা করেছিল, তাদের ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ করেছিল এবং মুসলমানদের সেই আগুনে পুড়িয়েছিল। এরপর তাদের মৃতদেহের অঙ্গচ্ছেদ করে আগুনে পুড়িয়েছিল। এই সব কাজ তারা করেছিল। তিনি বলল, আমাদের হাতে তুলে দিলে তোমাদের বয়আত গ্রহণ করা হবে। সেই সব অভিযুক্ত ও অপরাধীদের নিয়ে আসা হোক। তখন সেই সব গোত্রের লোকেরা তাদেরকে হযরত খালিদ (রা.)-এর হাতে তুলে দিলেন। অতঃপর হযরত

খালিদ সেই সব গোত্রের বয়আত গ্রহণ করলেন আর যারা মুসলমানদের উপর অত্যাচার করেছিল তাদের অঙ্গ কর্তন করার নির্দেশ দিলেন আর তাদেরকে আগুনেও পোড়ানো হয়।

(আল ইসতিকসাল আখবার দাওলাল মাগরিবিল আকসা, ১ম ভাগ, পৃ: ৭৬)

যাইহোক যে সব অত্যাচার তারা মুসলমানদের উপর করেছিল, যেমনটি আমি গত জুমআয় বর্ণনা করেছি, শাস্তি হিসেবে তাদের প্রতিও অনুরূপ আচরণ করা হয়।

হযরত আবু বাকার (রা.)-এর সমীপে হযরত খালিদ (রা.)-এর পত্রের উল্লেখ রয়েছে। হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা.) কুররা বিন হুবাইরাহ এবং তার কয়েকজন সঙ্গীকে দড়িতে বেঁধে দেন। অতঃপর কুররাহ এবং অন্যান্য বন্দীদেরকে হযরত খালিদ (রা) হযরত আবু বাকারের নিকট রওনা করেন এবং তাঁর সমীপে লেখেন- 'বনু আমর ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার পর অপেক্ষা শেষে পুনরায় ইসলামে প্রবেশ করেছে। যে সব গোত্রের বিরুদ্ধে আমার যুদ্ধ হয়েছে বা যাদের সঙ্গে বিনা যুদ্ধে মীমাংসা হয়েছে তাদের মধ্য থেকে আমি কারো বয়আত গ্রহণ করি নি, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা সেই সব লোকদের আমার কাছে নিয়ে আসে যারা মুসলমানদের উপর বিভিন্ন প্রকারে অত্যাচার করেছিল। আমি তাদেরকে হত্যা করেছি। কুররাহ এবং তার সঙ্গীদেরকে আপনার কাছে পাঠাচ্ছি।

হযরত আবু বাকারও (রা.) হযরত খালিদ (রা.)-এর নামে একটি চিঠি লেখেন, যা নাফে-র পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে। হযরত আবু বাকার সেই চিঠির উত্তরে হযরত খালিদকে লেখেন-উত্তরে হযরত আবুবকর (রাঃ) লেখেন যে, তুমি যা কিছু করেছ তথা সফলতা প্রাপ্ত করেছ; আল্লাহ্তাআলা তোমাকে এর উত্তম প্রতিফল দান করুন। তুমি তোমার প্রত্যেক কাজ আল্লাহ্কে ভয় করবে إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَّالَّذِينَ هُمْ مُّحْسِنُونَ ।(সূরা নহল ঃ ১২৯) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তাদেরসাথে রয়েছেন যারা তাক্ওয়া অবলম্বন করেছে এবং যারা সৎকর্মপরায়ণ।

তুমি আল্লাহ্র কাজে পূর্ণ প্রচেষ্টা করবে; এবং আলস্য করবে না। যে ব্যক্তি কোনও মুসলমানকে হত্যা করেছে সে যদি তোমার হাতে আসে তাহলে তাকে অবশ্যই হত্যা কর আর এমনভাবে হত্যা কর যাতে অন্যরা তা থেকে শিক্ষা নেয়। সেই সমস্ত লোক যারা খোদার আদেশের আজ্ঞা পালনকারীনয় তথা যারা ইসলামের শত্রু, তাদের হত্যাতে যদি ইসলামের লাভ হয়; তাহলে তাদের মৃত্যুদণ্ড দিতে পার। হযরত খালিদ (রাঃ) এক মাস বুজাখায় অবস্থান করেন এবং এই ধরণের লোকদের খুঁজে খুঁজে বের করে বন্দী করতে থাকেন তথা হযরত আবুবকর (রাঃ)'র আদেশানুসারে অপরাধীদের কঠোর শাস্তি দান করেন।

কুররাহ বিন হুবাইরাহ এবং উয়াইনা বিন হিস্ন কয়েদ হয়ে মদীনা আসা সম্পর্কে তাবারীর ইতিহাসে এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। হযরত খালিদ (রাঃ) বনু আমিরের মামলার নিষ্পত্তি করেন তথা তার বয়আত নেওয়ার পরে উয়াযনা বিন হিস্ন এবং কারা বিন হবেরাকে বন্দী করে হযরত আবুবকর (রাঃ)'র নিকটে পাঠিয়ে দেন। সে যখন আবু বাকারের সামনে উপস্থি হয় তখন বলে, 'হে রসুলুল্লাহ্র খলীফা! আমি মুসলমান! হযরত আমর বিন আস (রা.) আমার মুসলমান হওয়ার সাক্ষী। সফরকালে তিনি যখন আমার কাছে এসেছিলেন আমি তাকে অতিথি হিসেবে গ্রহণ করেছিলাম, তাঁর আপ্যায়ন করেছিলাম এবং তাঁকে নিরাপত্তা দিয়েছিলাম। হযরত আবু বাকার হযরত আমর বিন আসকে ডেকে পাঠিয়ে বিষয়টির সত্যতা যাচাই করতে চাইলেন। হযরত আমার (রা.) সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করেন এবং যা কিছু কুররাহ বলেছিল তা বলে দেন। আর যাকাতের বিষয়ে যখন তার কথোপকথন যখন বর্ণনা করতে শুরু করেন, তখন কুররাহ বলল- 'ক্ষান্ত হোন, আগের ঘটনা বর্ণনা করবেন না। আল্লাহ্র কৃপা হোক। হযরত আমর (রা.) বললেন, এটি হতে পারে না। আমি হযরত আবু বাকারের সামনে পুরো কথাটাই বলব। তিনি সমস্ত কথোপকথন খুলে বললেন। কুররাহ যাকাত সম্পর্কে পূর্বে বলেছিল যে যাকাত না চাইলে সমগ্র আরব আপনার কথা শুনবে। অর্থাৎ যাকাত যেন না নেওয়া হয়। একথা শুনে হযরত আমার বলেন, এর অর্থ তুমি কাফের হয়ে গেছ। কুররাহ বলল, তবে আপনি যাকাত নেওয়ার একটি সময় নির্ধারণ করে দিন। আমরা যাকাত দিব কি না তা সকলে মিলে সিদ্ধান্ত করব। হযরত আবু বাকার (রা.) তাকে ক্ষমা করে দেন। যাইহোক তার কথা শোনার পরও হযরত আবু বাকার তাকে ক্ষমা করে দেন এবং তাকে জীবন দান করেন।

উয়াইনা বিন হিস্ন যখন মদীনা আসে তখন তার হাত দুটি দড়ি দিয়ে ঘাড়ের সঙ্গে বাঁধা ছিল। মদীনার ছেলেরা খেজুরের ডাল দিয়ে তাকে খোঁচা মারছিল আর বলছিল, হে আল্লাহ্র শত্রু! ঈমান আনার পর তুমি কি কাফের হয়ে গিয়েছ? সে বলল! খোদার কসম! আমি আজকের দিন পর্যন্ত কখনও আল্লাহর উপর ঈমানই আনি নি। হযরত আবু বাকার (রা.) তাকে ক্ষমা করে দেন এবং জীবন দান করেন।

(তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৬৩-২৬৪)

অপর এক লেখক লেখেন- উয়াইনাহ কে রসুল্লাহ্র খলীফা আবু বাকার (রা.) -এর কাছে উপস্থিত করা হয়। সে হযরত আবু বাকারের পক্ষ থেকে এমন ক্ষমাসুন্দর আচরণ পায় যা সে কল্পনাও করে নি। তিনি (রা.) তার হাতের বাঁধন খুলে দেওয়ার নির্দেশ দেন। অতঃপর তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে বলেন। উয়াইনাহ আন্তরিকভাবে তওবা করার ঘোষণা করে এবং নিজের ভুল স্বীকার করে নিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে ইসলাম গ্রহণ করে এবং ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে।

(সৈয়্যদানা আবু বাকার সিদ্দীক, শখসীয়াত ও কারনামে, প্রণেতা- ডক্টর আলি মহম্মদ সালাবী, উর্দু অনুবাদ, পৃ: ৩২৬)

নবুয়তের মিথ্যা দাবিদার এবং বিদ্রোহী তুলাইহা উসদীও ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এরপর বর্ণিত আছে যে, তুলাইহা উসদির ইসলাম গ্রহণের কারণ এইরূপ ছিল। যখন সে জানতে পারল যে, আসাদ, গাতাফান এবং বনু আমের গোত্র মুসলমান হয়ে গেছে, তখন সেও মুসলমান হয়ে গেল। অতঃপর সে হযরত আবু বাকার (রা.) নেতৃত্বে উমরা করতে মক্কা রওনা হয়। সে মদীনার আশপাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় হযরতআবু বাকারকে বলা হল যে, এই হল তুলাইহা। হযরত আবু বাকার (রা.) বললেন- আমি একে নিয়ে করব? ছেড়ে দাও তাকে। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাকে ইসলামের দিকে হিদায়াত দান করেছেন। তুলাইহা মক্কা অভিমুখে যায় এবং উমরা করে। হযরত উমর (রা.) খলীফা হওয়ার পর তাঁর হাতে সে বয়আত করতে এলে হযরত উমর (রা.) তাকে বলেন- তুমি কি আকাশা এবং সাবিতের হত্যাকারী? খোদার কসম! আমি কখনই তোমাকে পছন্দ করতে পারি না।তুলাইহা বলল, হে আমীরুল মোমেনীন! আপনি সেই ব্যক্তিদ্বয়ের জন্য কেন আক্ষেপ করছেন যাদেরকে আল্লাহ্ আমার হাতে সম্মান দান করেছেন? তারা শহীদ হয়েছেন আর আমাকে তাদের হাতে লাঞ্ছিত করেন নি। অর্থাৎ আমি লাঞ্ছিত হই নি। তাদের আক্রমণে আমি মারা যাই নি, অন্যথায় আমি জাহান্নামে যেতাম আর আজ আমি ইসলাম গ্রহণ করে আল্লাহর কৃপালাভকারী হচ্ছি। হযরত উমর (রা.) তার বয়আত গ্রহণ করে বললেন- হে প্রতারক! তোমার গণকবিদ্যার কিছু এখনও অবশিষ্ট আছে কি? অর্থাৎ তুমি গণক ছিলে, এখনও সেই কাজ একটু আধটু কর? সে বলল, একটু আধটু ঝাড় ফুঁক করি আর কি। অতঃপর সে তার স্বজাতির বসতি অভিমুখে রওনা হয় এবং সেখানে বসবাস করতে থাকে। (তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৬৪)

ইরাকের যুদ্ধে তুলাইহা ইরানীদের বিরুদ্ধে অসাধারণ কাজ করেছে। মুসলমান হওয়ার পর ইরাকের যুদ্ধে সে যুদ্ধ করে এবং বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে। এবং নিহাওয়ান্দের যুদ্ধে ২১ হিজরীতে সে শহীদ হয়।

(হযরত আবু বাকার সিদ্দীক, প্রণেতা- মহম্মদ হোসেনন হ্যায়কাল, পৃ: ১৪৪) (আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৩য় ভাগ, পৃ: ৪৪১)

হযরত খালিদ বিন ওলীদের 'যাফার' (একটি স্থান) অভিমুখে এবং উম্মে জিমল সালমা বিনতে উম্মে কিরফার কাছে যাওয়া। উম্মে জিমল-এর নাম সালমা বিনতে মালিক বিন হুযাইফা ছিল যে তার মা উম্মে কিরফা বিনতে রাবিয়া সদৃশ ছিল। সে সম্মান ও খ্যাতির নিরিখে মায়ের মত ছিল।আর তার কাছে উম্মে কিরফার উটও ছিল।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৬৫)

উম্মে কিরফা পরিচিতি এইরূপ- উম্মে কিরফার নাম ফাতিমা বিনতে রাবিয়া ছিল আর সে বনু ফাযারাহর নেত্রী ছিল। এই মহিলাটিকে নিজের শক্তি ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনার দিক থেকে দৃষ্টান্ত মনে করা হত। তার ঘরে সব সময় পঞ্চাশটি তরবারি ঝুলত। এবং পঞ্চাশ জন অসিচালনাকারী সময় সেখানে উপস্থিত থাকত। এরা সকলেই ছিল তার পুত্র ও পৌত্র। তার ছেলের নাম ছিল কিরফা, যার কারণে তার উপনাম হয়েছিল উম্মে কিরফা। অথচ তার আসল নাম ছিল ফাতিমা বিনতে রাবিয়া। তার বাড়ি ছিল কুরা উপাত্যকার এক পার্শ্বে যা মদিনা থেকে সাত রাত্রির দূরত্বে অবস্থিত।

(পয়গম্বরে ইসলাম অউর গাযওয়াত ও সারায়া, প্রণেতা- হাকীম মাহমুদ আহমদ জাফর, পৃ: ৪৪৭)

উম্মে কিরফার পক্ষ থেকে ৬ষ্ঠ হিজরীতে একটি সেনাভিযান সম্পন্ন হয়েছিল। উম্মে কিরফার শিরোচ্ছেদের কারণ ছিল সে মদীনার উপর আক্রমণ করেছিল এবং নবী করীম (সা.)কে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল। এর সম্পর্কে একজন লেখক লেখেন- একবার সে তার ত্রিশ জন পুত্র ও পৌত্রকে নিয়ে একটি সেনাদল তৈরী করে তাকে মদীনার উপর চড়াও হওয়ার এবং হুযুর (সা.)কে হত্যা করার নির্দেশ দেয়। সেই কারণে মুসলমানেরা এই নৈরাজ্যবাদী মহিলার ভবলীলা সাঙ্গ করে দেয়।

(যিয়াউন্নবী, প্রণেতা- পীর মহম্মদ আকরম শাহ আল আযহারি, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১২১)

এর দ্বিতীয় কারণটি ছিল, হযরত যায়েদ বিন হারসা বাণিয্যের উদ্দেশ্যে সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁর কাছে অন্যান্য সাহাবাদের বাণিয্যের পণ্য ছিল। কুরা উপাত্যকায় তিনি পোঁছলে ফাযারাহ গোত্রের শাখা বনু বদরের অনেকে বেরিয়ে আসে। তারা হযরত যায়েদ এবং তাঁর সঙ্গীদের প্রচন্ড মারধর করে এবং তাদের মালপত্র কেড়ে নেয়। তিনি ফিরে এসে রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে সমস্ত ঘটনা শোনান। নবী করীম (সা.) তাঁর সঙ্গে একটি সেনাদল প্রেরণ করেন যাতে সেই সব দস্যুদের শায়েস্তা করে।

(যিয়াউন্নবী, প্রণেতা- পীর মহম্মদ আকরম শাহ আল আযহারি, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১২১)

উম্মে কিরফার কন্যা উম্মে যিমল সালমার ঘটনা এইরূপ। গাতাফান, তৈ, সুলাইম এবং হাওয়াজিন গোত্রের কিছু লোক, যারা বুজাখায় হযরত খালদ বিন ওলীদের হাতে পরাস্ত হয়েছিল, তারা সেখান থেকে পালিয়ে এসে উম্মে যিমল সালমা বিনতে মালিকের কাছে আশ্রয় নেয়। এবং সংকল্প করে যে, তার সঙ্গে মিলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করে দিবে, কিন্তু পিছু হটবে না।

(সীরাত সৈয়্যদানা সিদ্দীকে আকবর, পৃ: ৬১০)

গাতাফান গোত্রের লোকেরা পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে জাফর নাম স্থানে একত্রিত হয়। জাফর নামক স্থানটি বাসরা এবং মদীনার মধ্যবর্তী একটি স্থান। এটি হাওয়াব সংলগ্ন একটি স্থান। হাওয়াবও বাসরা ও মদীনার মধ্যবর্তী একটি স্থান যেখানে একটি কূপ আছে। সেখানে উম্মে যিমল সালমা সেই লোকগুলোকে তাদের পরাজয়ের কথা স্মরণ করিয়ে তাদের আত্মাভিমানবোধকে উস্কে দিচ্ছিল এবং যুদ্ধ করার আদেশ দিচ্ছিল। আর সে নিজেও বিভিন্ন গোত্রের কাছে বার বার যাতায়াত করে তাদেরকে হযরত খালিদ (রা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্ররোচিত করছিল, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা তাদের কাছে একত্রিত হয়ে যুদ্ধের জন্য ধৃষ্ট হয়ে উঠেছে।

সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উসকানি দেওয়ার কাজ করত আর চারিদিকের পথহারা লোকগুলি তার কাছে এসে গিয়েছিল। এর পূর্বে উম্মে কিরফার জীবদ্দশায় এই উম্মে যিমল সালমা বন্দী হয়ে হযরত আয়েশার মুখোমুখি হয়েছিল। তিনি তাকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। সে কিছু সময় তাঁর কাছে ছিল, অতঃপর স্বজাতির কাছে ফিরে যায়। সেখানে গিয়ে ধর্মচ্যুত হয়ে যায়।

(আল কামিলু ফিততারিখ, ২য় খণ্ড, পৃ: ২১১) (আল মুজামুল বুলদান, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬৮, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৬০)

হযরত খালিদ (রা.) যখন এর সংবাদ পেলেন, তখন তিনি অপরাধীদের বন্দী বানানো, যাকাত আদায়, ইসলামের প্রচার এবং লোকেদের শান্ত করার কাছে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি যখন উম্মে সালমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য অগ্রসর হলেন, তখন তার শক্তি ও বৈভব অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল, তার বিষয়টি গুরুতর আকার ধারণ করেছিল। তার সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ হল। উম্মে যিমল সালমা সেই সময় তার মায়ের মত অত্যন্ত বীরবিক্রমে উটের উপর আরোহিতা ছিল আর দুই সেনাদলের মাঝে ভীষণ যুদ্ধ হল। উম্মে যিমল উটের উপর সওয়ার থেকে জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়ে অনবরত সৈন্যদের উত্তেজিত করে চলেছিল। মুরতাদরাও অত্যন্ত বীরত্বের সাথে জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করছিল। উম্মে যিমলের উটের চারপাশে আরও একশটি উট ছিল যাদের উপর বড় বড় বীর যোদ্ধারা সওয়ার ছিল এবং অত্যন্ত সুচারুভাবে উম্মে যিমলকে রক্ষা করছিল। মুসলমান অশ্বারোহীরা উম্মে যিমলের কাছে পোঁছনোর আপ্রাণ চেষ্টা করে, কিন্তু তার রক্ষীরা প্রত্যেক বারই তাদেরকে পিছু হটতে বাধ্য করেছে। পুরো একশজনকে পরাস্ত করার পর অবশেষে মুসলমানেরা উম্মে যিমলের উটের কাছে পোঁছে। সেখানে পোঁছানো মাত্রই তারা উটের পায়ের নিম্নদেশ কেটে ফেলে এবং উম্মে যিমলকে হত্যা করে। তার সঙ্গীরা যখন তার উটকে ভূপতিত হতে এবং তাকে নিহত হতে দেখল, তখন তারা ভীষণভাবে মুষড়ে পড়ল এবং দিশেহারা হয়ে দিগ্বিদিকশূন্য হয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্র ছেড়ে পালাতে শুরু করল। এইভাবে নৈরাজ্যের আগুন শান্ত হয় আর আরব উপদ্বীপের উত্তর-পূর্বাংশে ইসলাম ত্যাগ এবং বিদ্রোহের অবসান হয়।

(হযরত আবু বাকার সিদ্দীক, প্রণেতা- মহম্মদ হোসেন হ্যায়কাল- পৃ: ১৫৬-১৫৭)

হযরত খালিদ (রা.) হযরত আবু বাকার (রা.) কে এই বিজয়ের সুসংবাদ প্রেরণ করেন। (তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৬৫)

হযরত আবু বাকার (রা.) সম্পর্কে এই বর্ণনা আগামীতেও চলমান থাকবে। ইনশা আল্লাহ্॥ এখন এতটাই বর্ণনা করলাম।

এখন আমি দুইজন মরহুমীনের স্মৃতিচারণ করব। জুমআর নামাযের পর তাদের জানাযা পড়াব।

প্রথমজন হলেন সাবেরা বেগম সাহেবা, যিনি সিয়ালকোটের রফীক আহমদ বাট সাহেবের সহধর্মিণী ছিলেন। সম্প্রতি তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। আল্লাহ্‌র কৃপায় তিনি মূসী ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে তাঁর ছেলে লেখেন- 'নামাযের বিষয়ে নিয়মনিষ্ঠ, তাহাজ্জাদু গুজার, দোয়ায় অভ্যস্ত, অতিথিপরায়ণ, দরিদ্রের সেবক এক পুণ্যবতী মহিলা ছিলেন। খিলাফতের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক ও অনুরাগ ছিল। নিয়মিত খুতবা শুনতেন। ওয়াকফীনে জিন্দগীদের অনেক শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর ছেলে নাসীম বাট সাহেব কাডোনা নাইজেরিয়ায় মুরুব্বী সিলসিলা হিসেবে সেবারত রয়েছেন। কর্মক্ষেত্রে থাকার কারণে মায়ের জানাযা ও দাফন কাজে অংশ নিতে পারে নি। তাই তাঁর জানাযা পড়াচ্ছি। তাঁর পুরো পরিবার-ই, তাঁর স্বামী, এছাড়া তাঁর ছেলেরাও জামাতের সেবার জন্য সব সময় এগিয়ে থাকে।

দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ হল সিরিয়া নিবাসী সুরাইয়া রশীদ সাহেবার। তিনি রশীদ সাহেব বাজওয়ার সহধর্মিণী ছিলেন। ২০ এপ্রিল কানাডায় তাঁর মৃত্যু হয়। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। তিনিও অত্যন্ত পুণ্যবতী ছিলেন। মুত্তাকী, দোয়াগু, অতিথি পরায়ণ এবং মিশুক ছিলেন। দীর্ঘকাল তিনি নিজের মহল্লার সদর লাজনা হিসেবে সেবারত থেকেছেন। ছোটদের কুরআন করীম পড়ানোরও তৌফিক লাভ করেছেন। এরপর তিনি রাবোয়া চলে আসেন যেখানে তিনি নিজের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা-দীক্ষার জন্য নিজের সব কিছু বিক্রি করে রাবোয়ায় নিজের ঘর তৈরী করেন। তিনি মূসী ছিলেন। তাঁরও এক ছেলে সফীর বাজওয়া জামাতের মুরুব্বী। এক মেয়ে আছে যে একজন মুরুব্বী সিলসিলার সহধর্মিণী।

আল্লাহ্ তা'লা উভয়ের সঙ্গে মাগফেরাত ও দয়াসুলভ আচরণ করুন। আর তাদের সন্তানদের তথা পরবর্তী প্রজন্মকেও সেই সব পুণ্যকে অব্যাহত রাখার তৌফিক দিন। **********

একের পাতার শেষাংশ.....

প্রতিষ্ঠিত। যমীন ও আসমানের সৃষ্টি কিয়ামতেরও দলিল আর এটি নবীদের সফলতা এবং শত্রুদের বিনাশেরও দলিল।

এটি কিয়ামতের দলিল এভাবে যে মানুষের জীবন যদি ইহজগতেই শেষ হয়ে যেত, তবে এর অর্থ এই দাঁড়াত যে আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে কেবল এই জন্য সৃষ্টি করেছেন মানুষ যেন সে এই পৃথিবীতে কিছুকাল ভোগবিলাস করার পর মৃত্যুবরণ করে। এমন চিন্তাধারা একেবারেই অযৌক্তিক। এমন সুবিশাল ব্যবস্থাপনা সৃষ্টির পিছনে এক মহান উদ্দেশ্যই থাকতে পারে। কিন্তু এই পৃথিবীতেই সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে দেখা যায় না। কাজেই এর জন্য আবশ্যক হল মানুষের জীবন ইহজগতেই যেন শেষ না হয়ে যায়, বরং এই ব্যবস্থাপনার বিশালতা অনুসারে এর কালের ব্যাপ্তিও যেন সুবিশাল হয়, যেখানে সে এমন এক উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে যা এই সুবিশাল ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

অভিনিবেশ করলে দেখা যাবে যে সমগ্র ব্যবস্থাপনা নয় বরং আল্লাহ্ তা'লা তুচ্ছ তুচ্ছ বস্তুর মধ্যেই এমন সব রহস্যাবলী নিহিত রেখেছেন যা গুণে শেষ করা যায় না। মানব দেহকেই যদি ধরা হয় তবে দেখা যাবে যে, মানবদেহতন্ত্র ভীষণরকমের জটিল। হাজার হাজার চিকিৎসাবিদ এবং গবেষক এর গুঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করার জন্য প্রচেষ্টারত আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষের শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে এমন সমস্ত কিছু তারা আজও আয়ত্ত করতে পারে নি। কুরআন করীম অবতীর্ণ হওয়ার পর ইউরোপবাসী বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধন করেছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত মানব দেহের সমস্ত কিছু আয়ত্ব করতে পারে নি। এছাড়া এমন সুবিশাল ব্যবস্থাপনার ভিত্তি যার উপর রাখা হয়েছে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য এমন নগণ্য হিসেবে বর্ণনা করাকে কিভাবে যুক্তিসঙ্গত মনে করা যেতে পারে, যেমনটি কিয়ামত দিবসের অস্বীকারকারীরা দাবি করে থাকে?

অনুরূপভাবে এই ব্যবস্থাপনা নবীগণের সফলতা এবং তাঁদের শত্রুদের বিনাশকেও নির্দেশ করে। পৃথিবীকে যদি আকাশ থেকে পৃথক করে দেওয়া হয়, তবে তার অবস্থা কি দাঁড়াবে? একদিনও তা টিকে থাকতে পারবে না। তাই যারা মনে করে যে, আধ্যাত্মিক আকাশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জীবিত থাকবে, তারা কেমন অন্ধ? যেভাবে এই পরিপূর্ণ ব্যবস্থপনার অংশ হিসেবেই পৃথিবীর নিরাপদ থাকতে পারে, অনুরূপভাবে আধ্যাত্মিক ব্যবস্থাপনার অংশ হলে তবেই মানুষ বিনাশ থেকে রক্ষা পেতে পারে। অন্যথায় তার রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় নেই। বিশেষ করে সে যখন এই ব্যবস্থাপনার উপর আক্রমণাত্মক মনোভাব পোষণ করে, তখন তার নাজাত একেবারেই অসম্ভব। অতএব, নবী করীম (সা.)-এর অস্বীকারকারীদের বলা হয়েছে যে, আধ্যাত্মিকতার আকাশ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করার কারণে তাদের বাহ্যিক উপকরণসমূহ কোন কাজে আসবে না। বরং এখন তাদের বিনাশ এবং মুসলমানদের উন্নতির সময় এসছে।

(তফসীরে কবীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ:১০৭)

২০১৩ (সেপ্টেম্বর) সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জার্মান সফর

প্রশ্নোত্তর সভা।

এক ওয়াকফা নও প্রশ্ন করে যে, হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, বা-জামাত নামায সংক্ষিপ্ত পড়া উচিত। সংক্ষিপ্ত বলতে কি বোঝানো হয়েছে? ইমাম যখন নামায পড়ায় তখন অনেক সময় মুকতাদির শেষের দোয়া বাকি থেকে যায়। এতে কোনও অসুবিধে নেই তো?

হুযুর আনোয়ার বলেন: বা-জামাত নামায সংক্ষিপ্ত পড়ার যে উল্লেখ পাওয়া যায় তা ইমামের জন্য। কেননা বিভিন্ন ধরণের লোক পিছনে থাকে। শিশুরাও থাকে, বৃদ্ধরাও থাকে। অনেক সময় অসুস্থরাও থাকে। তাই সংক্ষিপ্ত নামায পড়াও যাতে মানুষের বেশি কষ্ট না হয়।

কিন্তু সংক্ষিপ্ত নামাযের মাপকাঠি কি? আঁ হযরত (সা.)-এর সংক্ষিপ্ত নামাযও আমাদের দীর্ঘায়িত নামাযের থেকে দীর্ঘ হত। আর তিনি যখন নফল পড়তেন, সে সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন- আঁ হযরত (সা.) এর নফল সম্পর্কে কি বলব? তিনি এতটাই দীর্ঘ নফল পড়তেন আর এমন সুন্দর নামায পড়তেন।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) তাঁর একটি ঘটনা বর্ণনা করে বলেন: আমরা সফরে ছিলাম।। সেখঅনে একটি প্রাচীন ঐতিহাসিক ভবন দেখছিলাম। এক জায়গায় মুসলমান বাদশাহর পুরোনো মসজিদ ছিল। সেখানে আমরা নামায পড়তে শুরু করলাম। যোহর ও আসরের নামায পড়তে হত, তাই নামাযে আমাদের প্রায় পঁয়ত্রিশ চল্লিশ মিনিট সময় লেগে যায়। এতটা দীর্ঘ নামায পড়ানো লোকেদের জন্য অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় ছিল।

হুযুর আনোয়ার বলেন: তাই বিভিন্ন সময়ে পরিস্থিতি অনুসারে নামায দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। সম্প্রতি আমি যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলাম, সেখানে এক খুদে আমাকে চিঠি লেখে যে আমি রুকু এত দীর্ঘ করি। কি দোয়া করেন? আমাদেরকেও বলুন। তাই স্থান ও কাল ভেদে নামায আদায় কম বেশি হয়। কিন্তু আমি যদি কোনও বৃদ্ধকে কাশতে শুনি, বা শিশুর কান্না শুনি, তখন আমি দ্রুত নামায সংক্ষিপ্ত করে দিই। কেননা, হাদীসে এটাই বর্ণিত হয়েছে যে আঁ হযরত (সা.) বলেছেন- আমিও এমন পরিস্থিতিতে নামায সংক্ষিপ্ত করে দিই।

হুযুর আনোয়ার বলেন: অতএব, নামায সংক্ষিপ্ত করা হয় পরিস্থিতি অনুসারে। কিন্তু আমাদের সাধারণ নামায দশ থেকে তেরো মিনিটের মধ্যে হয়ে মধ্যে সম্পূর্ণ হয়ে যায়। এটাকে সংক্ষিপ্তই বলা যাবে। এর থেকে আর কি সংক্ষিপ্ত হবে? কিন্তু কিছু কিছু অ-আহমদী সংক্ষিপ্তের বিপরীত অর্থ গ্রহণ করেছে। আমাদের ইউনিভার্সিটির অফিসে একজন অ-আহমদী কর্মী ছিলেন। তিনি বলতেন, আমাদের মৌলবী সাহেব খুব ভাল তারাবী পড়ান। আমি জিজ্ঞাসা করলাম কিভাবে? তিনি উত্তর দিলেন, তিনি এত দ্রুত কুরআন পড়েন খুব ভাল লাগে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম কতক্ষণে পড়ান? তিনি উত্তর দিলেন, আমরা আট রাকাত পড়ি আর এতে খুব বেশি হলে বারো মিনিট লাগে। এই বারো মিনিটে পুরো পারাও পড়া হয়, সিজদাও দেওয়া হয়, কিয়াম ও রুকুও হয়। অতএব, এত সংক্ষিপ্ত নামাযের আদেশ কোথাও নেই। সংক্ষিপ্ত নামায সেটাই যেটা যুক্তিসঙ্গত। এদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যারা খুব বেশি অসুস্থ, তাদের জন্য এমনিতেই মসজিদ না আসার অনুমতি আছে, ছোট বাচ্চাদের আনতে নিষেধ করা হয়েছে। আর মহিলাদের জন্য এমনিতেই ফরজ নয়। সংক্ষিপ্ত বলতে বোঝানো হয়েছে যথাযথ সংক্ষিপ্ত হোক বা দীর্ঘ হোক। মাথা ঠোকা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যে সব নামাযের মনে মনে তিলাওয়াত করতে হয়, সেখানে কিছু কিছু মৌলবী খুব দ্রুত পড়ান। দ্রুত সুরা ফাতিহা পড়েন এবং এর ছোট্ট কোনও সূরা পড়েন। যারা পিছনে থাকে, তারা সুরা ফাতিহাই ততক্ষণ পাঠ করতে থাকে। ইমামের দ্রুততার কারণে অনেকের সূরা ফাতিহাও পড়া হয় না। তাই ইমাম যা কিছু পড়ে নিল তা মুকতাদির জন্যও হয়ে গেল। আপনি কোনও দোয়া যদি নাও করে থাকেন, তবু এতে অসুবিধে নেই। দোয়ার করা নামাযের কোনও অনিবার্য অংশ নয়। আপনি আত্তাহিয়াতোয় বসে দরুদ শরীফ পাঠ করেন, এর পর যে দোয়াগুলি পাঠ করেন, সেগুলি ছাড়াও আরও দোয়া রয়েছে, নামাযের বইয়ে দরুদ শরীফের পর যে সব দোয়া লেখা রয়েছে সেগুলিই পড়তে হবে এমনটি জরুরী না। এগুলি ছাড়া আরও অনেক দোয়া হতে পারে। অনেক সময় ইমাম দীর্ঘ আত্তাহিয়াতুয় দীর্ঘক্ষণ বসে থাকে।

জার্মানীর মুরুব্বীদের সঙ্গে হুযুর আনোয়ারের বৈঠক।

হুযুর আনোয়ার সামগ্রিকভাবে মুরুব্বীদেরকে নির্দেশনা দিয়ে বলেন, আজকের এই বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য হল, আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া। কিন্তু আপনারা যেহেতু খুব শীঘ্র আফ্রিকা যেতে চলেছেন, এই কারণে আমি আপনাদেরকে কয়েকটি উপদেশ দিতে চাই। স্মরণ রাখবেন, আপনারা যদি আফ্রিকার মানুষের সঙ্গে ভালবাসাপূর্ণ আচরণ করেন এবং উত্তম আচরণ করেন, তবে তারা আপনার জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত হয়ে যাবে। কিন্তু যদি আপনি কোনভাবে সেখানে কোনভাবে কর্তৃত্ব ফলাতে যান তবে আপনার সঙ্গা দিবে না এবং ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে।

হুযুর বলেন, আপনারা যখন প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে যাবেন, তখন পরিশ্রুত পানি পান করার চেষ্টা করবেন বা অন্ততঃপক্ষে এটুকু সুনিশ্চিত করবেন, যে পানি পান করছেন তা যেন ফোটানো হয়। এছাড়াও আপনার স্থানীয় খাওয়ার খাওয়া উচিত এবং স্থানীয় মানুষ এবং জামাতের সদস্যদের সঙ্গে আপনাকে একাত্মতা তৈরী করতে হবে।

হুযুর তাঁর এক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা শোনান। তিনি বলেন, আফ্রিকায় জীবনযাপনের মান পূর্বের তুলনায় অনেক উন্নত হয়েছে। আমি যখন সেখানে ছিলাম, মাঝে মাঝে আমাকে বাইরেও শুতে হত। তাই সুযোগ পেলে আপনাদেরও উচিত অন্ততঃ পক্ষে একবার বাইরে শোওয়া।

হুযুর বলেন, আফ্রিকার মানুষ আপনার নুমুনা দেখে চলবে। তাই আপনি যদি ফজরে ঘুমিয়ে থাকেন, তবে তারা ধারণা করবে ফজরে ঘুমিয়ে থাকা সকলের জন্যই বৈধ। আপনারা এখন মুরুব্বী। অতএব, সব সময় স্মরণ রাখবেন, আল্লাহ্ তা'লা আপনার প্রতিটি পদক্ষেপ এবং কাজ লক্ষ্য করছেন। নিজের দায়িত্ব সততার সঙ্গে পালন করার চেষ্টা অব্যাহত রাখুন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনারা নিজেদের সন্তানদের জন্য নিজেরাও দোয়া করুন তাদের তরবীয়তের জন্য চেষ্টা অব্যাহত রাখুন। রাতারাতি এই সমস্ত দোষত্রুটি দূর হওয়া সম্ভব নয়। ধৈর্য্য এবং সাহসিকতার পরিচয় দিতে হবে। অনুরূপভাবে যে সমস্ত দোষত্রুটি জন্ম নিয়েছে সেগুলিও রাতারাতি হয় নি। এটি দীর্ঘ সময় ধরে হয়েছে। আপনারা অন্ততঃপক্ষে সন্তানদেরকে এম.টি.এ-তে আমার খুতবার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দিন। হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ.)এর দরস, আমার নতুন ও পুরাতন উভয় খুতবা সম্প্রচারিত হয়, এছাড়াও ভাষণাদি রয়েছে। যদি এম.টি.এর সঙ্গে সম্পৃক্ততা থাকে তবে আমীর অথবা কোন পদাধিকারীর প্রতি কোন অভিযোগ থাকলেও এম.টি.এর কারণে জামাত থেকে দূরে সরে যাবে না আর জামাতের সঙ্গে সম্পর্ক দূর্বল হবে না। আপনি যদি জামাতের সঙ্গে এবং খিলাফতের সঙ্গে দূরত্ব তৈরী করে নেন, তবে এই সন্তানরা নষ্ট হয়ে যাবে। নিজের বাড়িতে সন্তানদেরকে এম.টি.এর সঙ্গে সম্পৃক্ত করা অত্যন্ত জরুরী।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনি যদি মনে করেন যে, আমীর বা কোন পদাধিকারের মধ্যে কোন ত্রুটি রয়েছে বা তার আচরণ যথাযথ নয় এবং মানুষের প্রতি অনমনীয় আচরণ করে, তবে আপনাদের তার জন্য দোয়া করা উচিত, আল্লাহ্ তা'লা যেন তার ভুল সংশোধন করে দেন এবং তার আচরণে পরিবর্তন এনে দেন অথবা আমরা যদি কোন ক্ষেত্রে ভ্রান্তিতে থাকি তবে আল্লাহ্ যেন আমাদের সংশোধন করে দেন।

হুযুর বলেন, অভিযোগ অনুযোগকে নিজেদের পরবর্তী প্রজন্মের উপর মন্দ প্রভাব ফেলতে দিবেন না। আপনার কাছে যদি কোন বিষয় জামাতের ব্যবস্থাপনার পরিপন্থী হয় তবে, যুগ খলীফাকে লিখুন। এমনটি করার মাধ্যমে আপনি নিজেদের কর্তব্য থেকে মুক্ত হয়ে যান।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনাদের পিতা ও পিতামহরা ধর্মকে আগলে রেখেছিলেন আর তারা জামাতের ব্যবস্থাপনাকেও রক্ষা করে এসেছেন। অনুরূপভাবে আপনাদেরকে ধর্ম এবং জামাতের ব্যবস্থাপনাকে রক্ষা করে চলা উচিত।

হুযুর বলেন, যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডা থেকে অঙ্গ সংগঠনগুলির অধীনে শয়ে শয়ে আনসার ও খুদ্দামদের পদাধিকারীরা লন্ডনে এসে থাকে। দুই দিন এখানে অবস্থান করেন। তাদের সঙ্গে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, ফিরে গিয়ে তাদের মধ্যে আমুল পরিবর্তন দেখা দেয়।

আপনারাও নিজেদের পদাধিকারী, আনসার ও খুদ্দামদের প্রতিনিধি দল লন্ডনে নিয়ে আসুন। খোদা তা'লা নিরাপত্তার ব্যবস্থার মধ্যে এক গভীর প্রভাব রেখেছেন।

এরপর ১০ পাতায়

২ পাতার শেষাংশ

প্রচলিত আছে যে, পূর্ণ-চন্দ্রগ্রহণ গর্ভবতী মহিলাদের উপর কুপ্রভাব ফেলে। তাই সেই সময় গর্ভবতী মহিলারা ঘর থেকে বের হয় না। যদিও সাধারণ অর্থে এটিকে কুসংস্কার বলে মনে করা হয়, কিন্তু আমি এই বিষয়টি নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তা করে দেখেছি এবং জেনেছি যে, পূর্ণ-চন্দ্রগ্রহণের পর অনেক মহিলার সন্তান-প্রসব পরবর্তী অবস্থা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক হয়ে থাকে আর সেই দিনগুলিতে অনেকের মৃত্যু হয়। আমি একথা বলতে পারি না যে,যে সব মেয়েরা এমন যন্ত্রণা ভোগ করে তারা সেই সময় চাঁদ দেখে। নাকি চাঁদ না দেখা সত্ত্বেও তাদের উপর এর প্রভাব পড়ে। কিন্তু যাইহোক আমি অনেক বার এমন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছি এবং অন্যদেরকেও বলেছি যারা নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে একথার সত্যায়ন করেছে।"

(তফসীর কবীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৩৮-১৩৯)

অতএব, পৃথিবীতে মানুষের উপর চাঁদ, সূর্য এবং গ্রহ এবং অন্যান্য নক্ষত্রের প্রভাব পড়ার বিষয়টি প্রমাণিত। কিন্তু গ্রহণের সময় প্রসূতি মহিলাদের ছুরি বা চাকু ব্যবহার করা বা সেই সময় না ঘুমানোর সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। এগুলি সব বিভ্রান্তি।

প্রশ্ন: সুন্নত, নফল এবং নামাযের তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাতে সূরা ফাতিহার সঙ্গে কুরআনের কিছু অংশ পাঠ করার বিষয়ে এক ব্যক্তি হুযুর আনোয়ারের কাছে জানতে চান। হুযুর আনোয়ার (আই.) ১০ই মার্চ ২০২১ তারিখের চিঠিতে লেখেন:

উত্তর: হাদীসে যেভাবে ফরজ নামাযে কেবল প্রথম দুই রাকাতে সূরা ফাতিহার পর কুরআন করীমের কিছু পাঠ করার সম্পর্কে স্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায়, তেমনভাবে হাদীসের গ্রন্থগুলিতে, বিশেষ করে সহী বুখারী ও সহী মুসলিমে, কোথাও এই মর্মে এমন সুস্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায় না যে, সুন্নত ও নফল নামাযের চার রাকাতে সূরা ফাতিহা পাঠের পর কুরআনের কিছু অংশ অবশ্যই পড়তে হবে।

ফিকাহবিদদের মধ্যে এ নিয়ে মতান্তর রয়েছে।

মালিকি এবং হাম্বলি মতবাদের অনুসারে সুন্নত এবং নফল নামাযে সমস্ত রাকাতে সূরা ফাতিহার সঙ্গে কুরআনে কিছু অংশ পাঠ করে। অপরদিকে হানাফি এবং শাফি মতবাদের অনুসারীরা তৃতীয় এবং চতুর্থ রাকাতে সূরা ফাতিহার কুরআনের আর কোনও সূরার অংশ পড়ে না।

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) -এর মতে, যেমনটি আপনিও চিঠিতে একথার উল্লেখ করেছেন, এ বিষয়ে ফরজ এবং সুন্নত নামাযে কোনও পার্থক্য নেই। যেভাবে ফরয নামাযের কেবল প্রথম ও দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহার পর অন্য কোনও সূরার অংশ পাঠ করা হয়। অনুরূপভাবে সুন্নত এবং নফল নামাযেও কেবল প্রথম ও দ্বিতীয় রাকাতেই সূরা ফাতিহার পর অন্য কোনও সূরার অংশ পাঠ করা হবে। তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাতে কেবল সূরা ফাতিহা-ই যথেষ্ট মনে করা হবে। আর এটিই আমার অবস্থান।

প্রশ্ন: "আমি সেই সময়ও খাতামান্নাবীঈন ছিলাম যখন হযরত আদম সৃষ্টির একেবারে উন্মেষলগ্নে ছিলেন।" আঁ হযরত (সা.)-এর এই উক্তির ব্যখ্যা করে জনৈক ব্যক্তি হুযুর আনোয়ারের দিক-নির্দেশনা চেয়েছেন। হুযুর আনোয়ার (আই.) ১০ই মার্চ ২০২১ তারিখের চিঠিতে লেখেন-

উত্তর: আঁ হযরত (সা.)-এর খাতামান্নাবীঈন হওয়ার অনন্য এবং সুউচ্চ মহান মর্যাদা সম্পর্কে হুযুর (সা.)-এর বাণী-

إِنِّي عِنْدَ اللهِ مَكْتُوبٌ خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِيْنَتِهِ

অর্থাৎ আমি আল্লাহ্ তা'লার নিকট সেই সময়ও খাতামান্নাবীঈন হিসেবে লিখিত ছিলাম যখন আদম (আ.) কাদার মধ্যে দলা পাকানো অবস্থায় ছিলেন। (মিশকাত, কিতাবুল ফাযাইল) এবং হাদীসে কুদুসী لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاكَ অর্থাৎ, হে মহম্মদ (সা.)! যদি তুমি না হতে, তবে আমি আকাশসমূহ সৃষ্টি করতাম না- এর ব্যাখ্যায় আপনি যে যুক্তি উত্থাপন করেছেন যে, এই হাদীসগুলি থেকে বোঝা যায়, এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর হুযুর (সা.)-এর খাতামান্নাবীঈন হওয়া সত্ত্বেও এসেছেন আর হুযুর (সা.)-কে এই মর্যাদায় সমাসীন করার পরই তিনি আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি করেছেন। সঠিক কথা, অতীতের উলেমারাও এর উল্লেখ করেছেন আর জামাতের বই পুস্তকেও একথা বর্ণনা করা হয়েছে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ.) দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মহম্মদ কাসিম নানুতবি-এর একটি উদ্ধৃতি -' প্রথমত খাতামান্নাবীঈন-এর অর্থ জানা দরকার যাতে সহজবোধ্য উত্তর দিতে সময় না ব্যয় হয়। তাই সাধারণ্যের ধারণা, রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর খাতামান্নাবীঈন হওয়ার অর্থ, তাঁর নবুয়্যতের যুগ অতীতের নবীগণের যুগের পরে আর তিনি সর্বশেষ নবী। কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রের কাছেই একথা স্পষ্ট যে, যুগ আগে বা পরে হওয়ার মধ্যে কোনও শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তবে প্রশংসা করার সময় وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ বলা এক্ষেত্রে কিভাবে সঠিক হতে পারে? অবশ্য এই বৈশিষ্ট্যটিকে যদি প্রশংসা হিসেবে না বলি আর এটিকে প্রশংসার স্থান না বলি তবে পশ্চাদবর্তী যুগ হিসেবে শেষ হওয়া সঠিক হতে পারে। কিন্তু আমি জানি ইসলামের মধ্য থেকে কেউ একথা সহ্য করবে না। ..... তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেওয়া হয় যে, নবী (সা.)-এর যুগের পর কোনও নবী আসে তবুও মহম্মদ (সা.)-এর 'খাতাম' বা শেষ নবী হওয়ার ক্ষেত্রে কোনও তারতম্য ঘটবে না।" এই উদ্ধৃতি বর্ণনা করে তিনি এই বিষয়টি স্পষ্ট করে বলেন: এটিই আমাদের ধর্মবিশ্বাস। হযরত আকদস মহম্মদ (সা.) সেই সময়ও খাতাম ছিলেন। যখন শুধু মানুষের নীল নক্সা ছিল। যখন মানুষ সৃষ্টির ধাপগুলি একের পর এক অতিক্রম করছিল এবং মানুষকে তার রূপ ও আকার দেওয়া হচ্ছিল। হযরত মহম্মদ (সা.) বলেছেন, আমি সেই সময়ও খাতামান্নাবীঈন ছিলাম যখন আদম তাঁর সৃষ্টির কর্দমে দলা পাকানো অবস্থায় ছিলেন। কি অসাধারণ বিষয়! আঁ হযরত (সা.)-এর 'খাতামিয়্যত' কালের উর্ধ্বে, যুগের এর অধীনে নয়। খাতাম-এর পূর্বের কোনও নবীও তাঁর নবুয়তের মোকাবেলা করতে পারবে না, আর তাঁর পরেও এমন কোনও নবী আসতে পারে না যে তাঁর মোকাবেলা করতে পারে। কিন্তু পশ্চাদবর্তী নবীর জন্য তাঁর অনুসারী হওয়ার শর্তটি আবশ্যিক। অন্যথায় কোনও নবী হবে না। দাস (নবী) আসতে পারে, কিন্তু স্বাধীন (নবী) আসতে পারে না। আর পূর্ববর্তীদের মধ্যেও একমাত্র তাঁরাই নবী যাদের উপর তাঁর সত্যায়নের মোহর রয়েছে। এই বিষয়টিকে লোকে বোঝার চেষ্টা করে না। অসাধারণ বিষয় এটি। আঁ হযরত (সা.) কে মুসলমানেরা খাতাম নবী বলে থাকে। তাঁদের দাবি, এটি এক অসাধারণ ও অনন্য মর্যাদা যা অন্য কোনও নবী অর্জন করে নি। এর প্রমাণ কি? সেই সব উলেমাদেরকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন, তাদের হাতে কোনও প্রমাণ নেই। কিভাবে বোঝা গেল, কিভাবে পৃথিবীর সামনে প্রমাণ করবেন? এখানে পশ্চিমি দেশগুলিতে বিভিন্ন মজলিসে লোকেরা যখন এই প্রশ্নটি করে যে আপনার কাছে এর কি প্রমাণ আছে? আমি উত্তর দিই, আমি আপনাদেরকে এর উত্তর বের করে দেখাই। সারা পৃথিবীতে যত সংখ্যক নবী এসেছেন তাদের মধ্যে একজন নবীও এমন নেই যিনি নিজের ধারা ছাড়া পৃথিবীর অন্য নবীদের সত্যায়ন করেছেন।তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখ, এমন একজন নবীর সন্ধানও পাবে না। 'আমানতু বিল্লাহি..... ওয়া কুতুবিহি ওয়া রসুলিহি' আয়াতে সমস্ত নবী ও রসুলের উপর যে ঈমান আনা আবশ্যক করা হয়েছে তা তিনিই তো আমাদের প্রিয় নবী হযরত মহম্মদ (সা.)। তাই সত্যায়নের মোহর কার হাতে রয়েছে। হযরত আকদস মহম্মদ (সা.) ছাড়া অন্য কাউকে দেখাতে পারবে কি? এটিই হল 'খাতামিয়াত'। এই 'খাতামিয়াত'-এর সর্বোচ্চ স্তরকে স্পর্শ না করেই তোমরা যুগের শেষ হওয়ার বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছ আর তোমরা জান না যে কি সম্পর্কে কথা বলছ। যুগের শেষ হওয়া প্রশংসার স্থান নয়। কিন্তু কুরআন করীমে যে 'খাতাম' বর্ণিত হয়েছে তা এমন এক প্রশংসা যার তুলনা কোথাও দেখতে পাওয়া যায়। প্রত্যক্ষ করে দেখুন। আমি সমগ্র বিশ্বকে বলছি, পৃথিবীর যে কোনও ধর্মকে আপনি এই চ্যালেঞ্জ জানান যে, যদি তাদের যে কোনও নবী যদি 'খাতাম' গুণের অধিকারী ছিলেন, তবে অন্যান্য নবীদের সাপেক্ষে তার সত্যতা প্রমাণ করে দেখাও। মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) ব্যতিরেকে অন্য কোনও খাতামান্নাবীন নেই, যিনি সকল নবীগণের সত্যায়নকারী। অতএব ভবিষ্যতেও যদি কেউ আসে তবে তাঁর সত্যায়ন ছাড়া আসতে পারবে না। এই কারণেই আমরা যখন বলি উম্মতি নবী, তখন তার অর্থ হল ইমাম মাহদী এবং সেই প্রতিশ্রুত মসীহ যাঁর ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। একথাই আমরা এর দ্বারা বোঝাতে চাই। কারণ এর উপর সত্যায়নের প্রমাণ রয়েছে। ইমাম মাহদী ছাড়া আমরা কাউকে কখনই বা নবী বলেছি। অতএব তিনিই ইমাম মাহদী, যাঁকে আমরা উম্মতী নবী বলে থাকি।"

(সাক্ষাতানুষ্ঠান, ৩১শে জানুয়ারী, ১৯৯৪)

প্রশ্ন: সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকজন শল্য চিকিৎসক মানুষের জীবন রক্ষা করতে শূকরের হৃদপিণ্ড মানবদেহে প্রতিস্থাপন করেছেন। এমনটি করা কি বৈধ?

উত্তর: হুযুর আনোয়ার (আই.) ২রা ফেব্রুয়ারী, ২০২২ তারিখের চিঠিতে লেখেন-আমি পূর্বেও এ বিষয়ে বলেছি যে, যেখানে মানুষের প্রাণ

শেষাংশ শেষের পাতায়

নুরুল ইসলাম বিভাগের অধীনে

এই টোলফ্রি নম্বরে ফোন করে আপনি আহমদীয়া মুসলিম জামাত সম্পর্কে জানতে পারেন।

টোলফ্রী নম্বর: 1800 103 2131

সময়: প্রত্যহ সকাল ৮:৩০টা থেকে রাত ১০:৩০টা পর্যন্ত। (শুক্রবার ছুটি)

বর্তমানে এম.টি.এর অনুষ্ঠানাদি ইন্টারনেটেও সম্প্রচারিত হচ্ছে। এগুলির সঙ্গে তাদেরকে সম্পৃক্ত করে দিন, এর ফলে তারা সংযুক্ত থাকবে।

হুযুর বলেন, আপনার রাতে উঠে নিজেদের সন্তানের জন্য দোয়া করুন। সন্তান যখন অসুস্থ হয়, আপনারা তার জন্য ব্যাকুল হয়ে দোয়া করেন। কিন্তু সন্তান যদি আধ্যাত্মিকভাবে অসুস্থ হয়, তবে কি আপনি সিজদায় অনুরূপভাবে ব্যাকুল হয়ে দোয়া করেন? আপনারা দোয়া করলে, আল্লাহ্ তা'লা সন্তানের পক্ষে দোয়া গ্রহণ করে থাকেন। এই জন্য সন্তানদের জন্য দোয়া করুন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, যদি কোন পদাধিকারী জামাতের জন্য ক্ষতিকারক হয়ে থাকে, তবে যেহেতু এটি খোদা তা'লার জামাত, তাই একদিন জামাত সেই পদাধিকারী থেকে মুক্তি পায়। খোদা তা'লার ব্যবস্থাপনাকে রক্ষা করেন। খোদা তা'লাই এই জামাত প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং তিনিই এর রক্ষাকর্তা।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমাদের সকলে মিলে সম্মিলিত চেষ্ট করতে হবে। খুদ্দাম, আনসার এবং জামাতী ব্যবস্থাপনা সকলে মিলে কাজ করবে। সকলে মিলে কাজ করলে জামাত দ্রুত উন্নতি করবে। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে সকলকে এর তৌফিক দান করুন। আমীন।

মজলিসে আমেলা খুদ্দামুল আহমদীয়ার সঙ্গে হুযুরের বৈঠক।

দোয়ার পর হুযুর আনোয়ার মোতামেদকে জিজ্ঞাসা করেন যে, এখানে খুদ্দামদের মজলিস সংখ্যা কত? মোতামেদ উত্তর দেন, এখানে চারটি মজলিস রয়েছে এবং তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে রিপোর্ট আসে।

হুযুর আনোয়ার ওয়াকারে আমল মুহ্তামিমের কাজকর্ম প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেন যার উত্তরে মুহতামিম সাহেব বলেন, আমরা নিয়মিত মসজিদ পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ করে থাকি। নতুন বছরের সূচনাতে আমরা শহরে সাফাই অভিযান চালাই আর মসজিদ নির্মাণের সময়ও একাধিক সাফাই অভিযান চালানো হয়েছে।

মুহতামিম খিদমতে খালক নিজের রিপোর্ট পেশ করে বলেন, এবছর আমরা শহরে দুই বার খাদ্য শিবিরের আয়োজন করেছিলাম। এছাড়াও ক্যান্সার আক্রান্ত শিশুদের পরিবারের জন্য একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মিলিত হয়ে অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছে। 'মুসলিম ফর পীস' ব্যানারের অধীনে আমরা এই প্রকল্পটি করেছিলাম এবং এতে এক লক্ষ ছাব্বিশ হাজার পাউন্ড সংগৃহীত হয়েছিল।

মুহাসিব নিজের রিপোর্ট উপস্থাপন করে বলেন, আমাদের এযাবৎ হিসাবপত্র সম্পূর্ণ রয়েছে। সমস্ত হিসাবের অডিট করা হয়ে থাকে।

মুহতামিম সেহত ও জিসমানীর কাছে হুযুর আনোয়ার রিপোর্ট তলব করেন। মুহতামিম সাহেব বলেন, আমরা স্পোর্টসের জন্য হলঘর ক্রয় করার চেষ্টা করছি। হুযুর বলেন, আপনারা যে হলঘর তৈরী করেছেন সেখানেই স্পোর্টসের ব্যবস্থা করুন কিম্বা সেটি লাজনাদেরকেই দিয়ে দিন, সেটি তারাই ব্যবহার করুক।

মুহতামিম তরবীয়কে হুযুর আনোয়ার তাদের পরিকল্পনার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন, যার উত্তরে মুহতামিম সাহেব বলেন, হুযুর আনোয়ারের খুতবার সারাংশ ডযধঃংধঢ়ঢ় এ পাঠানো হয় এবং এটি গ্রুপে পাঠানো হয়। হুযুর জানতে চান এই গ্রুপে কেবল আমেলার সদস্যারাই রয়েছেন না কি সমস্ত খুদ্দামদেরকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

হুযুর আনোয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন যে, নিজের গ্রুপে সমস্ত খুদ্দামকে অন্তর্ভুক্ত করুন এবং সকলকে খুতবা পাঠান। অন্ততঃপক্ষে সমস্ত খুদ্দাম খুতবা শুনবে। খুতবা শোনার অভ্যেস গড়ে তুলুন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, অনেকে অভিযোগ রয়েছে যে, এখানকার খুতবা কর্কশ প্রকৃতির এবং এর মাধ্যমে ভর্ৎসনা করা হয়। আমার খুতবায় তো কাউকে ভর্ৎসনা করা হয় না। আমার খুতবা শুনে নিও আর এখানকার খুতবা সহন করে নিও।

হুযুর আনোয়ার বলেন, খোঁজ নিয়ে দেখুন যে আপনার আমেলার মধ্যে কতজন পাঁচ ওয়াক্তের নামায পড়ে। হুযুর আনোয়ার আমেলার সদস্যদের জিজ্ঞাসা করেন, আজকে ফজরের নামায কে কে পড়েছে? আমেলার সদস্যগণ হাত তোলে। কয়েকজন বলেন, সেই সময় আমরা ডিউটিতে ছিলাম। হুযুর বলেন, আপনাদের সংকল্প ছিল বা-জামাত নামায পড়ার। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ' ইন্নামাল আমালে বিন্নিয়াত'। অর্থাৎ কর্মের ফলাফল নির্ভর করে নিয়্যত বা সংকল্পের উপর। অতএব সবসময় খোদা তা'লাকে সাক্ষী রেখে কাজ করবেন। এক ব্যক্তি হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে প্রশ্ন করেন যে, আমাকে বলে দিন যে আমার জন্য কি কি করণীয় আর কি কি বিষয় বর্জনীয়। এর উত্তরে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: আল্লাহ্কে ভয় কর আর সব কিছু কর।'। যখন অন্তরে খোদাভীতি সৃষ্টি হয়, তখন মানুষ সেই কাজই করে যা আল্লাহ্ তা'লা চান।

হুযুর আনোয়ার বলেন, নামায প্রতিষ্ঠা এবং কুরআন করীমের তিলাওয়াতের উপর বেশি গুরুত্ব দিন। আমি প্রত্যেক খুতবায় এ বিষয়ের উপর কোন না কোন প্রসঙ্গে দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকি। খোদা তা'লার উপর ঈমান আনার পর নামায কায়েম করার নির্দেশ রয়েছে। আর্থিক কুরবানী ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি পরে আসে। অতএব নামাযের অভ্যাস গড়ে তুলুন। নিয়মিত কুরআনের তিলাওয়াত করুন এবং অনুবাদ পড়ুন। যতক্ষণ পর্যন্ত অনুবাদ আয়ত্ত হবে না, আপনি কুরআন করীমের অর্থ এবং এর বিধি-নিষেধ সম্পর্কে অবগত হবেন না।

হুযুর আনোয়ার বলেন, যুবকদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিন। জ্ঞান অর্জন করার পাশাপাশি সেগুলিকে বাস্তবায়িতও করুন। জামাত এবং খিলাফতের সঙ্গে প্রত্যেকের সম্পর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়। আপনার সংশ্লিষ্ট মজলিসের সেক্রেটারীকে তৎপর করে তুলুন এবং যুবকদের একটি দল গঠন করুন যারা নিজেদের সাথী-সঙ্গীদেরকে কাছে টেনে আনবে। মনমালিন্য থাকলেও মসজিদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখুন। খিলাফতরে সঙ্গে সম্পর্ক রাখুন। আপনি এই কাজগুলি করতে পারেন, তবে আপনাদের তরবীয়ত সংক্রান্ত সমস্যাবলীর সমাধান হয়ে যাবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, এম.টি.এ-তে তরবীয়তী অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হয়ে থাকে। তথ্যসমৃদ্ধ বিভিন্ন অনুষ্ঠান এবং যুগ খলীফার অনুষ্ঠান এসে থাকে। আমি খুতবায় বলেছিলাম যে, যে খুতবা শুনতে চায় সে শুনতে পারে-এর অর্থ হল অন্ততঃপক্ষে খুতবাটি যেন শোনা হয় এবং এদিকে মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। যারা অলস এবং পিছিয়ে পড়েছে তাদেরকে তৎপর করে তোলা এবং কাছে নিয়ে আসা কেবল একজন মানুষের কাজ নয়, এর জন্য আমাকে যথারীতি একটি টিম তৈরী করে পরিকল্পনা করে কাজ করতে হবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, তাদেরকে কিভাবে যুক্ত করতে হবে সেই অনুসারে কোন অনুষ্ঠান করুন। যে সমস্ত যুবকরা কোন পদাধিকারীর কারণে বা অন্য কোন কারণে পিছনে চলে যাচ্ছে তাদেরকে কাছে টেনে আনুন। প্রত্যেকের দুর্বলতা অনুযায়ী প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে হবে। মুহতামিম তরবীয়ত হলেন একজন চিকিৎসক সদৃশ। রোগীদের মত দুর্বল খুদ্দামদের তরবীয়তী বিষয়েরও চিকিৎসা করুন। প্রত্যেকের জন্য তা পরিস্থিতি অনুযায়ী চিকিৎসা পদ্ধতি অবলম্বন করুন।

মুহতামিমকে মাল-এর কাছে হুযুর আনোয়ার বাজেট এবং চাঁদা প্রদানকারী খুদ্দামদের বিশদ বিবরণ জানতে চান। হুযুর বলেন, আপনার কাছে উপার্জনকারী এবং কর্মহীন খুদ্দামদের তালিকা থাকা চায়।

হুযুর বলেন, ফর্ম পুরণ করানো এবং খুদ্দামদের বিশদ বিবরণের পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করা হল তাজনীদ বিভাগের কাজ। খাদেমের নাম, পিতার নাম, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, ছাত্র কিম্বা উপার্জনকারী-অনুরূপে আরও বিভিন্ন বিবরণ থাকতে হবে। ইনফরমেশনের দৃষ্টিকোণ থেকে তাজনীদ বিভাগকে গ্রস রুট লেভেলের উপর কাজ করা উচিত।

হুযুর আনোয়ার বলেন, কোন খাদেম চাঁদা প্রদান করুক বা না করুক আপনার তাজনীদের তার নাম নথিভুক্ত থাকতে হবে। কোন ব্যক্তি যদি নিজেকে আহমদী বলে, সে সক্রিয় হোক বা নিষ্ক্রিয়, চাঁদা প্রদান করুক বা না করুক, মাসের তৃতীয় বা চতুর্থ জুমা হয়তো পড়ে অথবা ঈদের দিন নামাযে আসে- আপনার তাজনীদে তার নাম থাকা উচিত। এমন খুদ্দামদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের তৎপর করে তোলা তরবীয়ত বিভাগের কাজ।

মুহতামিম মাল বলেন, খুদ্দামদের বাজেট ৮০ হাজার ক্রোনার। ৫৩ জন খুদ্দাম চাঁদা দেয় এবং মজলিসে তাঁদের চাঁদার পরিমাণ ৬৫ হাজার ক্রোনার।

হুযুর বলেন, আপনি খুদ্দামকে বলুন যে, চাঁদা কোন কর বা ট্যাক্স নয়। এটি খোদা তা'লার আদেশ, তাদেরকে বলুন যে, এটি খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম।

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"

(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)

দোয়াপ্রার্থী: Sk. Zakir Hossain Sb, District Amir, Bankura

তাদের এও বলুন যে চাঁদা কোন কোন খাতে ব্যায় হয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যুক্তরাজ্যে খুদ্দামদের ইজতেমার সময় চেষ্টা করে এমন খুদ্দামদেরকেও আনা হয়েছিল যারা দূরে সরে গিয়েছিল এবং তাদের মধ্যে কয়েক জনের অভিযোগ অনুযোগ ছিল। কয়েকজন একেবারেই চাঁদা দিত না। আর কয়েকজন অত্যন্ত কম চাঁদা দিত। সেখানে প্রশ্নোত্তর সভা আয়োজিত হয়। জামেয়ার ছাত্ররা সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেয়। তারা চাঁদার গুরুত্ব এবং ব্যায়ের বিবরণ তুলে ধরে। সেই খুদ্দামরা খোলাখুলিভাবে এমন প্রশ্ন করে যেগুলি বড়দের সামনে করতে ভয় পেত। যেমন চাঁদা কোন কোন খাতে ব্যায় হয়। এটি কি কারণে নেওয়া হয়? এর উদ্দেশ্য কি? কোথায় খরচ হয়? এসব বিষয়ে তাদেরকে সবিস্তারে উত্তর দেওয়া হয়। প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তাদেরকে আশ্বস্ত করা হয়। তাদেরকে চাঁদার গুরুত্ব এবং খোদা তা'লার আদেশাবলী সম্পর্কে বলা হয়। পরে তারা নিজেরাই স্বীকার করে যে, পূর্বে আমরা মনে করতাম যে, অর্থ সংগ্রহ করার জন্য একটি উপায় বানিয়ে রেখেছে। এখন আমরা এর তাৎপর্য অনুধাবন করেছি। এমন খুদ্দামরা নিজে থেকে সেক্রেটারী মালকে চাঁদা প্রদান করেছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, খুদ্দামরা চাঁদা দেয়, দোষ সেই সমস্ত পদাধিকারীদের যারা স্পষ্টভাবে চাঁদার তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য এবং সেগুলি ব্যায়ের স্থান সম্পর্কে তাদেরকে বলে না।

হুযুর বলেন, বিশেষ করে যুবকদের চাঁদার গুরুত্ব সম্পর্কে অবগত থাকা উচিত। তাদেরকে বলা উচিত যে, কোথায় ব্যায় হয়। তাহরীকে জাদীদ এবং ওয়াকফে জাদীদ সংক্রান্ত খুতবায় আমি বলে দিই যে, এই চাঁদা কোথায় কোথায় ব্যায় হয় এবং কি কি কাজে ব্যায় হয়। মসজিদ, মিশন হাউস, জামাতী সেন্টার নির্মাণ, এম.টি.এর চ্যানেল, প্রকাশনার কাজ এবং কিছু অন্যান্য কাজ ও প্রকল্পও রয়েছে যেখানে এই চাঁদার অর্থ ব্যায় হয়। আফ্রিকা এবং আরও অন্যান্য দেশে ব্যায় হয়। এই সব কিছু আমি এই কারণে বলি যাতে মানুষ জানতে পারে যে কোথায় কোথায় ব্যায় হচ্ছে। অনেকে আমাকে পত্র লিখে জানান যে, খুতবা শুনে জানতে পারলাম যে, জামাতের এত ব্যাপক কর্মকাণ্ড রয়েছে এবং তাতে এত বিপুল ব্যায় হচ্ছে।

হুযুর বলেন, ডেনমার্কের জামাত ছোট হলেও এখানকার একশ শতাংশ খুদ্দামদেরকে চাঁদা ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। আপনারা যুবকদেরকে নিয়ন্ত্রণ করলে তাদের অগ্রগতি হবে।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেছিলেন– " জাতির সংশোধন যুবকদের সংশোধন ব্যতিরেকে সম্ভব নয়।' আমি যে নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, এর ব্যাজ তৈরী করে খুদ্দামরা যেন বুকে লাগায়, তা এই কারণে ছিল যাতে সব সময় একথা তাদের স্মরণে থাকে যে আপনাদের উপর এক মহান দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে এবং ক্রমধারায় উন্নতি করে যেতে হবে।

হুযুর বলেন, যে সমস্ত খুদ্দাম একথা বলে যে, আমাদের ব্যায় অধিক আর উপার্জন কম, এই কারণে আমরা চাঁদা দিতে পারব না– তারা চাঁদা না দিলেও চাঁদার গুরুত্ব, তাৎপর্য এবং এর প্রয়োজনীয়তা যেন অনুভব করে।

হুযুর বলেন, তরবীয়ত করুন, আপনাদের চাঁদার সমস্যাবলী দূর হয়ে যাবে আর তৎসঙ্গে খুদ্দামরাও তৎপর হয়ে উঠবে। তরবীয়তের বিভাগটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের সঙ্গে কিভাবে সাক্ষাত করবেন, কিভাবে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করবেন এবং কিভাবে বন্ধুত্ব স্থাপন করবেন তার জন্য স্কীম তৈরী করুন। সৎ কিম্বা অসৎ প্রত্যেকের সঙ্গেই বন্ধুত্ব করতে হবে এবং তার তরবীয়তের দিকে পূর্ণ মনোনিবেশ করতে হবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, যুক্তরাজ্যে উত্তরের মজলিসগুলি সম্পর্কে অভিযোগ ছিল যে, তারা পিছিয়ে আছে এবং তৎপর নয় আর সেখানে কয়েকজন খুদ্দামও দূরে সরে গেছে। খুদ্দামুল আহমদীয়া তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে, সম্পর্ক স্থাপন করে। তাদের দল লন্ডনে এসেছে এবং আমার সঙ্গে সাক্ষাত করানো হয়েছে। এর ফলে তাদের মধ্যে সুস্পষ্ট পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছে। এখন শোনা যাচ্ছে, উত্তরের মজলিসগুলি লন্ডনের মজলিসগুলি থেকে এগিয়ে গিয়েছে।

মুহতামিম তাজনীদকে হুযুর আনোয়ার নির্দেশনা দিয়ে বলেন, আপনার তাজনীদ পূর্ণ করুন। কতগুলি মজলিস রয়েছে এবং কোথায় কোথায় কায়েদ নেই তা লক্ষ্য করুন। তাজনীদ পূর্ণ করার জন্য সেই সমস্ত মজলিসকে অনবরত বলতে থাকুন।

মুহতামিম তাজনীদকে হুযুর আনোয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন, আপনি নবযুবক। আপনি লেগে থেকে কাজ নিতে পারেন। তাহরীকে জাদীদে সকলকে সামিল করানোর চেষ্টা করুন।

মুহতামিম তাহরীকে জাদীদ বলেন, সত্তর জন খুদ্দাম তাহরীকে জাদীদে চাঁদা দিয়েছে। হুযুর বলেন, এর অর্থ হল, মজলিসের চাঁদার থেকে বেশি চাঁদা তারা তাহরীকে জাদীদে দিয়েছে। এটিকে আরও বাড়ানো যেতে পারে। এর অর্থ হল খুদ্দামদের কাছ থেকে মাসিক চাঁদা সংগ্রহের ক্ষেত্রে শিথিলতা রয়েছে। তাহরীকে জাদীদের চাঁদায় অংশগ্রহণকারী খুদ্দামদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

হুযুর মুহতামিম মালকে বলেন, যে সমস্ত ছাত্ররা উপার্জন করে, তাদের পৃথক তালিকা প্রস্তুত করুন আর যারা উপার্জন করে না তাদের পৃথক তালিকা প্রস্তুত হওয়া উচিত। হুযুর বলেন, পরিশ্রম করুন।

হুযুর বলেন, সর্বপ্রথম আমেলার সদস্যরা নিজেদেরকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে অভ্যস্ত করে তুলুন। এরপর পরবর্তী পরিকল্পনা গ্রহণ করুন। 'সানাত ও তিজারত' (বানিজ্য ও কারিগরি) মুহতামিম কে হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনার যা কিছু পরিকল্পনা রয়েছে তার উপর কাজ করুন।

মুহতামিম ইশাতকে হুযুর আনোয়ার তার কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, যার উত্তরে তিনি বলেন, 'নূর' নামে আমাদের একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা রয়েছে। কিন্তু এটি নিয়মিত নয়। এই পত্রিকাটি ডেনিশ ভাষায় প্রকাশিত হয়। হুযুর আনোয়ার বলেন, এই পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত করুন। এই পত্রিকা যদি পূর্বে বন্ধ ছিল, এর প্রকাশনা বন্ধ ছিল, তবে এর পুনঃপ্রকাশনার ব্যবস্থা করুন। উন্নয়নশীল জাতিগুলি চলমান কাজ বন্ধ করে দিয়ে থেমে যায় না আর বসে থাকে না। মুহতামিম সাহেব রিপোর্ট উপস্থাপন করে বলেন, 'লাইফ অফ মুহাম্মদ' পুস্তকটির ডেনিশ অনুবাদের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। এই কাজটি সম্পাদন করেছে খুদ্দামদের টিম। বর্তমানে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)–এর পুস্তক 'গুনাহ সে কিউঁকর নাজাত মিল সাকতি হ্যায়'– এর অনুবাদ হচ্ছে।

হুযুর নির্দেশ দিয়ে বলেন, 'লাইফ অফ মুহাম্মদ অধিক হারে বিতরিত হওয়া চায়।

মুহতামিম আমুমীকে হুযুর আনোয়ার ডিউটি সংক্রান্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন। মুহতামিম সাহেব বলেন, এই সময় ৬৫ জন খুদ্দাম বিভিন্ন বিভাগে ডিউটি দিচ্ছেন। এছাড়াও আতফালরাও ডিউটিতে রয়েছে। হুযুর আনোয়ারের আগমণের ফলে খুদ্দামরা অনেক বেশি তৎপর হয়ে উঠেছে।

মুহতামিম তালীম নিজের রিপোর্ট পেশ করে বলেন, ২০১৬ সালের পাঠক্রম খুদ্দামদেরকে দেওয়া হয়েছে। পুস্তক অধ্যয়নের জন্য রয়েছে বারকাতুদ দোয়া এবং 'গুনাহ নাজাত কিঁউকার মিল সাকতি হ্যায়' ।

হুযুর আনোয়া বলেন, খুদ্দামদের অধ্যয়নের জন্য বই পুস্তক দেওয়া হয়ে থাকে তা যেন ডেনিশ ভাষাতেও থাকে। পুস্তক দেওয়ার পর বসে থাকবেন না। প্রত্যেক খুদ্দামের কাছে গিয়ে খোঁজ নিতে হবে যে, সে পড়েছে কি না। যথারীতি ফিডব্যাক বা প্রতিক্রিয়া সংগ্রহ করুন। যে সমস্ত বই পুস্তক তাদেরকে অধ্যয়নের জন্য দিয়ে থাকেন সেগুলির ডেনিশ অনুবাদ ওয়েব সাইটে দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন বা প্রিন্ট করে খুদ্দামদেরকে দিবেন।

হুযুর বলেন, আল-ফযল রাবোয়াতে আমার খুতবা প্রশ্নোত্তর আকারে প্রকাশিত হয়। আপনারাও খুতবার মধ্য থেকে প্রশ্নোত্তর বের করে সেগুলির ডেনিশ অনুবাদ নিজেদের পত্রিকায় প্রকাশ করুন। পত্রিকা প্রারম্ভে থাকবে কুরআন করীমের আয়াত, এর অনুবাদ এবং সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

কোন জিনিসে যত নম্রতা ও কোমলতা থাকে, সেই বস্তুর জন্য তত বেশি সৌন্দর্যের কারণ হয় আর যেটি থেকে কোমলতা ও নম্রতা হারিয়ে যায়, সেটি ততটাই কুৎসিত হয়ে পড়ে।" (সহী মুসলিম)

দোয়াপ্রার্থী: Shujauddin and Family , Barisha (Kolkata)

যুগ ইমামের বাণী

তোমরা যদি চাও যে, আকাশে আল্লাহতালা তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে তোমরা সহোদর দুই ভ্রাতার ন্যায় পরস্পর এক হইয়া যাও।

(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol-7 Thursday, 9 June, 2022 Issue No. 23

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 575/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

সংশয় দেখা দেয়,সেখানে এই ধরণের চিকিৎসা পদ্ধতি অবলম্বনে দোষের কিছু নেই। ইসলাম সুরাকেও নিষিদ্ধ আখ্যায়িত করেছে, কিন্তু জীবনদায়ী ঔষধ হিসেবে এর ব্যবহার বৈধ। কেননা এগুলি সব বাধ্যবাধকতার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ তা'লা যেখানে শূকরের মাংস খেতে নিষেধ করেছেন, সেখানে বাধ্যবাধকতার সময় এর ব্যবহারের অনুমতিও প্রদান করা হয়েছে।

অতএব, নিরুপায় অবস্থায় চিকিৎসা হিসেবে জীবন রক্ষার জন্য মানবদেহে শূকরের হৃদপিণ্ড প্রতিস্থাপন করা বৈধ, এক্ষেত্রে কোনও বাধা নেই।

অতীতের কতিপয় উলেমা ও ফিকাহবিদগণের মতে শূকরের মাংস খাওয়া নিষেধ, কিন্তু এর পশম, চামড়া ইত্যাদি ব্যবহার বৈধ। অনেকে এও বলেছেন যে, এর চর্বি খাওয়াও বৈধ। যদিও আমার মতে সাধারণ অবস্থায় শূকরের কোনও বস্তুই খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা বৈধ নয়। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা বাকারার ১৭৪ নং আয়াতের তফসীরে বলেন: 'এই আয়াতে 'লাহমুল খানজীর' বলা হয়েছে, এ সম্পর্কে ফিকাহবিদদের মাঝে মতান্তর রয়েছে। চর্বি 'লাহম' এর মধ্যে পড়ে কি না তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। অভিধানগত দিক থেকে দেখলে 'শাহাম' অর্থাৎ চর্বিকে 'লাহাম' অর্থাৎ মাংস থেকে পৃথক মনে করা হয়। কিন্তু তফসীরকারকদের মতে 'লাহম' নামের মধ্যে 'শাহম' অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যদিও তফসীরকারদের যুক্তি ব্যক্তিগত এবং এক্ষেত্রে অভিধানের ব্যাখ্যা অধিক নির্ভরযোগ্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার মতে শূকরের 'শাহম' অর্থাৎ চর্বি বৈধ নয়। এর সপক্ষে আমার যুক্তি হল নবী (সা.)-এর একটি হাদীস যেখানে তিনি বলেছেন, মৃত পশুর চর্বি নিষিদ্ধ আর শূকরের নিষিদ্ধ হওয়া এবং মৃত পশু ভক্ষন নিষিদ্ধ হওয়া একই আয়াত এবং একই শব্দে বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব, উভয়ের নির্দেশকে অভিন্ন হিসেবে ধরা হবে। কিন্তু শূকরের চামড়ার ব্যবহার বৈধ হবে, কেননা তা খাওয়া হয় না।"

(তফসীর কবীর, ৪র্থ খণ্ড, সূরা নহলের ব্যাখ্যা, পৃ: ২৬০)

অনুরূপভাবে প্রশ্ন করা হয় যে, টুথব্রাশ সম্পর্কে আপনার মতামত কি? এই ব্রাশগুলি প্রায়শই শূকরের পশম দিয়ে তৈরী হয়।

এর উত্তরে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন: 'আমার গবেষণা মতে সমস্ত ব্রাশই শূকরের পশম দিয়ে তৈরী হয় না। এরপর থাকল শূকরের পশমের ব্যবহার। এটি শরীয় বিধান অনুযায়ী বৈধ। কেননা শূকরের মাংস নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যেটি একটি খাদ্য। আর পশম কোনও খাদ্য নয়। একজন বুজুর্গ এতদূর পর্যন্ত বলেছেন যে, শূকরের চর্বিও বৈধ। কেননা শূকরের 'লাহম' নিষিদ্ধ করা হয়েছে, চর্বি নিষিদ্ধ করা হয় নি। অন্যান্য ফিকাহবিদ বলেছেন, ফতোয়া প্রদানকারীর গরিমা নিয়ে বলছি না, কিন্তু তাঁর যুক্তি যথাযথ নয়। তিনি ভাষাগত কারণে ভুল করেছেন, কেননা চর্বি মাংসের পর্যায়ভুক্ত। তিনি অন্য কিছু মনে করেছেন।"

(আল ফযল কাদিয়ান, দারুল আমান, ১৭ই জুলাই, ১৯২৮ নম্বর-৫, খণ্ড-১৬, পৃ: ৭)

ইহুদী ধর্মেও শূকর পালন এবং এর মাংস ভক্ষন নিষিদ্ধ। কিন্তু মানুষের জীবন রক্ষা করা যেহেতু সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তাই বর্তমান যুগে ইহুদী উলেমাদের মতে শূকরের হৃদপিণ্ড মানবদেহে প্রতিস্থাপন করার বিষয়টি কোনও ভাবেই ইহুদীদের খাদ্য সংক্রান্ত শরীয় নিয়মের পরিপন্থী নয়।

অনুরূপভাবে বর্তমান যুগের কিছু মুসলমান উলেমাও এই ফতোয়া দিয়েছেন যে, যদি রুগীর প্রাণ সংকট দেখা দেয়, তার কোনও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিকল হয়ে যাওয়ার, দ্রুত রোগের বৃদ্ধি এবং প্রবল হওয়ার অথবা শরীরে সমূহ ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দেয়, তবে শূকরের হৃদপিণ্ডের ভালভ মানবদেহে প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে।

আহমদী মেয়েদেরকে মেডিসিন এবং শিক্ষাক্ষেত্রে আসার জন্য উৎসাহিত করা উচিত

হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর সঙ্গে ন্যাশনাল আমেলা লাজনা ইমাউল্লাহ্ ভারত-এর অনলাইন সাক্ষাতানুষ্ঠান।

নাসেরাত সেক্রেটারী হুযুর আনোয়ারের প্রশ্নের উত্তরে বলেন: নাসেরাতদের অনেকে এমন আছে যারা দারিদ্র সীমার মধ্যে পড়ে। হুযুর জানতে চান, তারা কি স্কুলে যায়? সেক্রেটারী সাহেবা উত্তর দেন, মেয়েরা স্কুলে যায়, যেখানে শ্রমজীবি মানুষ রয়েছে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে সেখানে একটু সমস্যা রয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন:গ্রামাঞ্চলে চেষ্টা করুন যাতে মেয়েদের মধ্যে পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ তৈরী হয়। নাসেরাতদের মধ্যে তারা যখন চৌদ্দ পনেরো বছর পর্যন্ত আপনাদের কাছে থাকে, ততদিনে তাদের নবম বা দশম শ্রেণীর শেষ হয়ে যাওয়া উচিত। ম্যাট্রিক তো দিক। বেশি করে পড়ানোর চেষ্টা করুন যাতে আহমদী মেয়েরা শিক্ষিত হয়।

একজন লাজনা সদস্য প্রশ্ন করে যে, অনেক মজলিসে সদস্যরা এই প্রশ্ন করে যে, যখন তারা নিজেদের মহল্লায় তবলীগ করে, তখন লোকেরা তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনে বা পড়ে। কিন্তু যখনই তারা জানতে পারে যে আমরা আহমদী, তখনই সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়। তাই এমন পরিস্থিতিতে আমরা তাদেরকে কিভাবে তবলীগ করব?

হুযুর আনোয়ার বলেন: কথা হল, তাদেরকে প্রথমে পুণ্যের কথা বলুন, তাদেরকে নিজেদের সঙ্গে যুক্ত করুন। দীর্ঘকাল তাদেরকে নিজেদের মধ্যে রাখুন। কুরআন করীমের শিক্ষা, পাখিদেরকে নিজেদের সঙ্গে মিলিত কর, তাদের এমন তরবীয়ত কর যেন তারা তোমাদের কাছে ছুটে চলে আসে। তাই এভাবে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করুন, যখন সম্পর্ক তৈরী হয়ে যাবে তখন তারা আপনার কথা শুনবে। এরপর যখন তারা জানতে পারবে যে আপনি আহমদী, তখন ধীরে ধীরে নিজে থেকেই তারা উপলব্ধি করবে। যাদের ছেড়ে চলে যাওয়ার তারা এমনিতেও যাবে আর যারা জানার পরও সম্পর্ক রাখবে তারা আপনার কথা শুনবে। জোর করে আপনি কাউকে তবলীগ করতে পারবেন না, কাউকে আহমদী বানাতে পারবেন না। তাই যেই আসুক সে যেন নিষ্ঠাসহকারে আসে এবং তার মধ্যে যেন বিশ্বস্ততা থাকে। এর জন্য নিরন্তর চেষ্টা করতে হবে। অতএব, প্রথমে ব্যক্তিগত সম্পর্ক তৈরী করুন। তার নিজে থেকেই তারা যখন জানতে পারবে যে আপনি যা কিছু বলেন তার উপর আমলও করেন, ইসলামী শিক্ষা মেনে চলেন, খাঁটি মুসলমান, নামায পড়েন, কুরআন পড়েন, আঁ হযরত (সা.)-এর খাতমে নবুয়তের উপর বিশ্বাস রাখেন এবং যুগের ইমামকে মানেন, তখন তাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হবে। তাই আমাদেরকে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। তারা ছেড়ে চলে যায়, একথা বলা অযথা। তাদের সঙ্গে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে যোগাযোগ রাখতে হবে। শুরুর দিকে তাদেরকে বলার দরকারই নেই। বরং আপাদের কার্যকলাপ থেকেই তারা যেন বুঝতে পারে, আপনি আহমদী তা বলার দরকার নেই। এভাবে সম্পর্ক ও যোগাযোগ বজায় থাকে।

সেক্রেটারী সাহেবা ইশায়াত বলেন: তারা তাদের 'মিসবাহ' নামক পত্রিকাটি বছরে দুই বার প্রকাশ করে। হুযুর বলেন, মাসিক না হলেও অন্তত ত্রৈমাসিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। দক্ষিণ ভারতের জন্য এতেই দুই তিন পৃষ্ঠা তরবীয়ত সংক্রান্ত প্রবন্ধ যোগ করে দিতে হবে। তারা পড়লে তাদেরও উপকার হবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, তাদেরকে লাজনা ইমাউল্লাহর জন্য একটি ওয়েব সাইট তৈরী করা উচিত। এই ওয়েব সাইটে তাদের কর্মতৎপরতার সংবাদ আপলোড করা থাকবে আর লাজনাদের জন্য ধর্মীয় বিষয়াদি সংক্রান্ত প্রবন্ধ থাকবে যাতে তাদের উপকার হয়।

সেক্রেটারী তাজনীদকে হুযুর আনোয়ার বলেন, আহমদী মেয়েদের শিক্ষা সংক্রান্ত নথিও থাকা উচিত যাতে যাতে অনুমান করা যায় যে, কাদের শিক্ষা সংক্রান্ত সাহায্যের প্রয়োজন আর এ বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হয়।

সাক্ষাতকালে হুযুর আনোয়ার বলেন, আহমদী মেয়েদেরকে মেডিসিন এবং শিক্ষাক্ষেত্রে আসার জন্য উৎসাহিত করা উচিত যাতে আহমদীয়া হাসপাতাল এবং স্কুলগুলির চাহিদা পুরো করা যায়।

হুযুর আনোয়ার ওয়াকফে জাদীদ স্কীমে নাসেরাতদের অংশগ্রহণের গুরুত্বও তুলে ধরেন।

নওমোবাইয়াতদের সেক্রেটারীকে হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনাদেরকে অশিক্ষিত নবাগত লাজনাদের তরবীয়তের জন্য উপযুক্ত পরিকল্পনা তৈরী করতে হবে। আর শিক্ষিত সদস্যাদের জন্য পৃথক পরিকল্পনা করতে হবে। অনুরূপভাবে যারা মুসলমানদের মধ্য থেকে জামাতে এসেছে, তাদের চাহিদা অনুসারে পরিকল্পনা গৃহীত হওয়া উচিত। অনুরূপভাবে হিন্দু বা খৃষ্টান থেকে যে সব সদস্যারা এসেছে তাদের জন্য পৃথক পরিকল্পনা তৈরী করতে হবে। এভাবে আপনাদেরকে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের চাহিদা দৃষ্টিতে রাখতে হবে।

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir